এডুকেশন ওয়াচ ২০২০

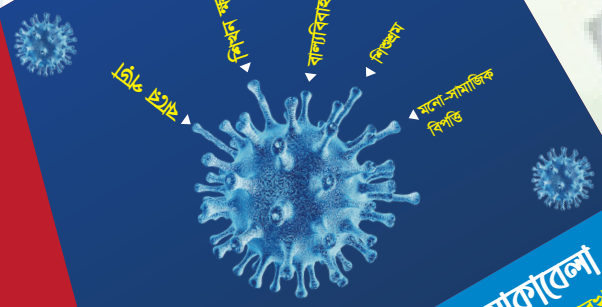

শিক্ষা ও কোভিড-১৯ মোকাবেলা

স্কুল খোলা ও পুনরুদ্ধারের রূপরেখা

সারসংক্ষেপ

www.campebd.org

প্রকাশনায়
গণসাক্ষরতা অভিযান

এডুকেশন ওয়াচ প্রতিবেদন ২০২০
শিক্ষা ও কোভিড-১৯ মোকাবেলা
স্কুল খোলা ও পুনরুদ্ধারের রূপরেখা

মূল প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ

মনজুর আহমদ
মোস্তাফিজুর রহমান
সৈয়দ শাহদাত হোসেন
গিয়াসউদ্দিন আহমেদ

মার্চ ২০২১

গণসাক্ষরতা অভিযান

ইউনিসেফ, বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ
মার্চ ২০২১

প্রকাশক
গণসাক্ষরতা অভিযান

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। *এই প্রতিবেদনের কোনো অংশ বা পূর্ণ প্রতিবেদন পুনঃপ্রকাশ/মুদ্রণের ক্ষেত্রে লিখিত অনুমতি নিতে হবে।*

ছবি
ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত ও ঢাকা ট্রিবিউন

প্রচ্ছদ
নিত্ত চন্দ্র

যোগাযোগের ঠিকানা
৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা - ১২০৭
ফোন: + ৮৮-০২- ৫৮১৫৫০৩১, ৪৮১১২৪৫৮, ৪৮১১৬০৭৯
ই-মেইল: info@campebd.org
ওয়েবসাইট: www. campebd.org
facebook.com/campebd
twitter.com/campebd

মুদ্রণে: আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং

১. ভূমিকা

'কোভিড-১৯' অতিমারি পুরো বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর ইতিহাসের বৃহত্তম দুর্যোগ হিসেবে দেখা দিয়েছে, যা বিশ্বব্যাপী ১.৬ বিলিয়ন শিশু ও তরুনকে বিপর্যয়ে ফেলেছে। বাংলাদেশে ২০২০ সালের মার্চ থেকে প্রায় চার কোটি শিক্ষার্থী পুরো বছর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাইরে রয়েছে। অতিমারির তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষার ফলাফল ও বিভিন্ন অনুসঙ্গগুলোর পরিস্থিতি যাচাই করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে এডুকেশন ওয়াচের এই গবেষণা, শিক্ষার প্রতি সরকারের ভাবনা ও উদ্যোগসমূহের এবং অন্যান্য সাম্প্রতিক জরিপের পরিপূরক হিসেবে কাজ করতে পারে।

গবেষণা পদ্ধতি ও প্রশ্নসমূহ

এই গবেষণাটি দু'টি পর্যায়ে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ক) শিক্ষায় অতিমারিজনিত প্রভাব ও তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া এবং খ) তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার পরিবীক্ষণ এবং শিক্ষায় স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা ও পাঠের কার্যকারিতা নিরূপণ। গণসাক্ষরতা অভিযান-এর কাউন্সিল এবং এডুকেশন ওয়াচ-এর টেকনিক্যাল কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে পূর্ববর্তী ধারাবাহিকতা বজায় রেখে উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর ওপর দু'টি আলাদা প্রতিবেদন প্রকাশ করা যেতে পারে, যা এডুকেশন ওয়াচ ২০২০ ও এডুকেশন ওয়াচ ২০২১ হিসেবে বিবেচিত হবে। বর্তমান গবেষণাটি (এডুকেশন ওয়াচ ২০২০) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষা কর্মকর্তা, শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী এনজিও প্রতিনিধির প্রদত্ত তথ্য ও মতামতের ওপর নির্ভর করে সম্পন্ন করা হয়েছে। নভেম্বর ২০২০ এর শেষ থেকে ডিসেম্বর ২০২০ এর মধ্যে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গবেষণায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো ওপর দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে:

ক) বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার পরিস্থিতি;
খ) স্কুল পুনরায় খোলার জন্য কী ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া উচিত;
গ) কখন এবং কিভাবে স্কুল আবার চালু করা উচিত; এবং
ঘ) পুনরায় স্কুল খোলার পর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে উপর্যুক্ত নীতি ও পদক্ষেপ বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছে।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

গবেষণার পরিধি বা আওতা, গবেষণায় প্রশ্ন, পদ্ধতি ও সময়সীমার ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রধান প্রধান সীমাবদ্ধতাগুলো নিম্নরূপ-

- গবেষণাটি মূলধারার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কারিগরি শিক্ষা, কওমি মাদ্রাসা ও উচ্চশিক্ষা এই সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি;
- গবেষণার প্রশ্নগুলোতে আপদকালীন জরুরি পরিস্থিতিতে চলমান কাজের কার্যকারিতার ওপর মনোনিবেশ করা হয়েছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, শিক্ষণ-শিখন ও ব্যবস্থপনা সংক্রান্ত দীর্ঘস্থায়ী সমস্যাগুলো গবেষণায় বিবেচিত হয়নি;
- বর্তমান সংকট ও এর জনগুরুত্ব বিবেচনায় দ্রুত উত্তর পাওয়া ও ফলাফল উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রতিবেদনের কাঠামো

প্রতিবেদনের প্রথম অধ্যায়ে ভূমিকা এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে গবেষণা ডিজাইন, পদ্ধতি, ননুনা, মানের নিশ্চয়তা এবং উত্তরদাতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ মূল ফলাফল সমূহের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে প্রতিবেদনের চতুর্থ অধ্যায়ে। পঞ্চম অধ্যায়ে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে নীতি নির্ধারণী ও কাজের অগ্রাধিকারভিত্তিক সুপারিশ করা হয়েছে।

বিষয়গুলোর গুরুত্ব বিবেচনা ও জনস্বার্থের কারণে গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল এবং সুপারিশসমূহের একটি অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন ১৭ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, প্রাথমিক গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক-এর উপস্থিতিতে এক ওয়েবিনারে উপস্থাপন করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, দাতা সংস্থার প্রতিনিধি এবং এডুকেশন ওয়াচ-এর সদস্যগণও উপর্যুক্ত ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ করেন। সব তথ্য বিশ্লেষণ ও সাম্প্রতিক সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহকে বিবেচনায় রেখে এই বর্তমান প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

২. ডিজাইন, পদ্ধতি ও নমুনায়ন

দেশের ৮টি বিভাগের প্রতিনিধিত্বকারী পর্যাপ্ত সংখ্যক নমুনাই ছিল প্রাথমিক তথ্যগুলোর উৎস। উত্তরদাতা নমুনার মধ্যে ছিল প্রাথমিকের ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির ও

চিত্র- ক. গবেষণার কর্মএলাকা

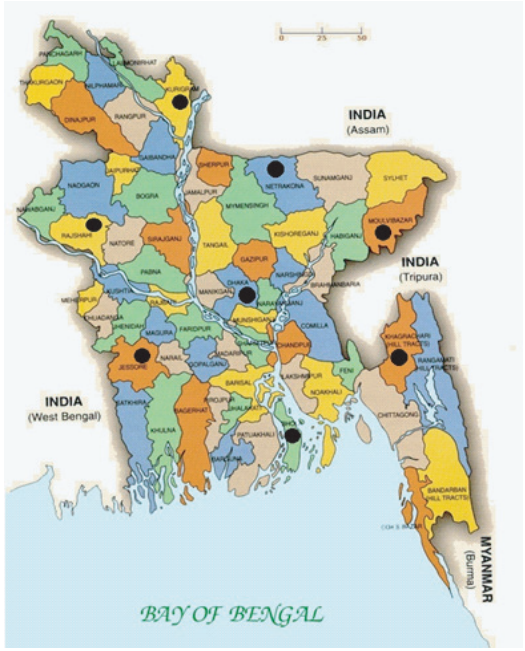

মাধ্যমিকের ৯ম ও ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থী। উভয় ক্ষেত্রেই লিঙ্গ সমতা বিবেচনা করা হয়েছে। অন্যান্য উত্তরদাতারা হলেন - শিক্ষক, অভিভাবক, উপজেলা ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী এনজিও-র প্রতিনিধিগণ। সমীক্ষায় ৮টি বিভাগের ৮টি জেলার ২১টি উপজেলা ও ৩টি সিটি কর্পোরেশন এবং ভৌগলিক অবস্থান ও উন্নয়নসূচক বিবেচনা করে শহর, শহরতলী ও গ্রামীণ এলাকা নিয়ে ৭২টি ক্লাস্টার (এলাকাগুচ্ছ) নির্বাচন করা হয়েছে (চিত্র- ক)।

নমুনার আকার এবং উত্তরদাতার ধরন

সমীক্ষায় মোট ২,৯৫২ জন উত্তরদাতার নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এরমধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিল ১,৭০৯ জন (মেয়ে ৮৯৩ জন ও ছেলে ৮১৬ জন)। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৫৭৮ জন শিক্ষক (নারী ২৯১, পুরুষ ২৮৭), ৫৭৬ জন অভিভাবক (নারী ২৭৯, পুরুষ ২৯৭), উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের ৬৪ জন কর্মকর্তা (নারী ১৬, পুরুষ ৪৮) এবং শিক্ষা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ২৫ জন এনজিও কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে (চিত্র- খ)।

সারণী- ক. জরিপের আওতাভুক্ত এলাকা

ক্রম	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন	ক্লাস্টারের ধরন
১	ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	শহরের বস্তি এলাকা
			ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	
২	চট্টগ্রাম	খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি সদর	শহর, শহরতলী ও গ্রামীণ এলাকা
			দীঘিনালা	
			পানছড়ি	
৩	খুলনা	যশোর	যশোর সদর	শহর, শহরতলী ও গ্রামীণ এলাকা
			ঝিকরগাছা	
			মনিরামপুর	
৪	বরিশাল	ভোলা	ভোলা সদর	শহর, শহরতলী ও গ্রামীণ এলাকা
			চরফ্যাশন	
			তজুমুদ্দিন	
৫	রাজশাহী	রাজশাহী	রাজশাহী সদর	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত এলাকা, শহর, শহরতলী ও গ্রামীণ এলাকা
			গোদাগাড়ি	
			তানোর	
৬	রংপুর	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর	শহর, শহরতলী ও গ্রামীণ এলাকা
			চিলমারী	
			রৌমারী	
৭	ময়মনসিংহ	নেত্রকোণা	নেত্রকোণা সদর	শহর, শহরতলী ও গ্রামীণ এলাকা
			মহনগঞ্জ	
			খালিয়াঝুড়ি	
৮	সিলেট	মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার সদর	শহর, শহরতলী ও গ্রামীণ এলাকা
			শ্রীমঙ্গল	
			রাজনগর	

চিত্র- খ. নমুনার ধরন ও সংখ্যা

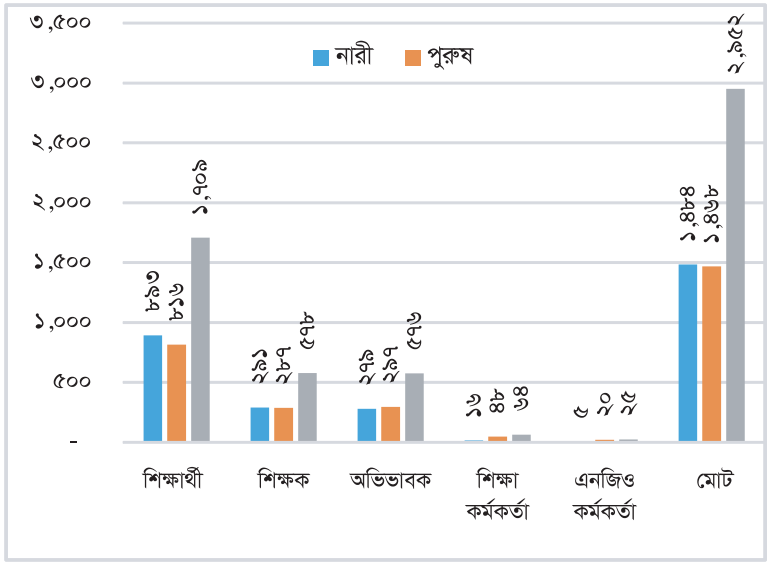

৩. প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ

জরিপটি নির্বাচিত উত্তরদাতাদের নিয়ে পরিচালিত হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছেন - শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষা কর্মকর্তা ও শিক্ষা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট এনজিও-র কর্মকর্তাগণ। তাদের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে নিচের বিষয়গুলোর ওপর ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে।

- স্বাস্থ্য সুরক্ষার নীতিমালা মেনে কখন পুনরায় স্কুল খোলা যেতে পারে;
- স্কুল বন্ধ থাকাকালে শিক্ষার্থীদের দূর-শিক্ষণে অংশগ্রহণের অবস্থা;
- স্কুল বন্ধ থাকাকালে শিক্ষার্থীরা পড়ালেখা ছাড়া বাড়িতে কিভাবে সময় কাটায়;
- স্কুল বন্ধ থাকাকালে ও পুনরায় স্কুল খোলার প্রস্তুতি হিসেবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে যোগাযোগের অবস্থা;
- পরিবর্তীত পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণের অবস্থা;
- অতিমারি চলাকালীন ও এর পরবর্তী সময়ে পড়ালেখা চালিয়ে নেওয়ার বিষয়ে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষকদের প্রত্যাশা ও উদ্বেগ;
- সম্ভাব্য শিক্ষার ক্ষতি এবং তা পুনরুদ্ধারের জন্য সহায়তা সম্পর্কিত ধারণা ও প্রত্যাশা।

প্রাপ্ত ফলাফলগুলো তিনটি মূল শিরোনামের অধীনে বিন্যাস করা হয়েছে-

ক) পূর্ববর্তী অবস্থা অনুধাবন - বাধ্যতামূলক বন্ধের আগে স্কুলের অবস্থা কেমন ছিল;

খ) আগামীর ধারণা - স্কুল পুনরায় খোলা ও শিখন ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন;

গ) প্রতিচিন্তা (Reflections) - অতিমারির অভিজ্ঞতা নিয়ে কিভাবে আরো ভালোভাবে স্কুল পরিচালনা ও ভালো ফলাফল পাওয়া যেতে পারে এই বিষয়ে অশীংজনদের ভাবনা।

৩.১ জরুরি বিষয়- স্কুল পুনরায় খোলা

পুনরায় স্কুল খোলার প্রশ্নে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অংশীজন ইতিবাচক মতামত পোষণ করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁরা যথাযথ স্বাস্থ্য সুরক্ষাবিধি মেনে স্কুল খোলার পক্ষে মত দিয়েছেন (চিত্র ০.১)।

চিত্র- ০.১ স্কুল পুনরায় খোলার বিষয়ে অংশীজনদের মতামত (%)

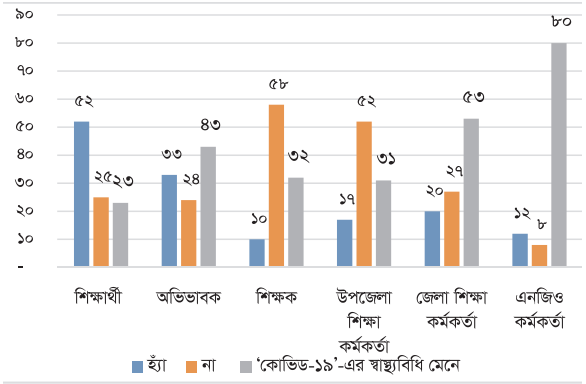

- ৭৫% শিক্ষার্থী দ্রুত ক্লাসে ফিরে আসতে চায়;
- ৭৬% অভিভাবক শীঘ্রই স্কুল খোলার পক্ষে;
- ৭৩% জেলা পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তা ও ৮০% এনজিও কর্মকর্তা পুনরায় স্কুল চালু করার পক্ষে;
- ৫৮% শিক্ষক ও ৫২% উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাগণ আরও সতর্কতার সঙ্গে অতিমারি পরিস্থিতি বিবেচনার কথা বলেছেন।

এক বছর যাবত স্কুল বন্ধ এবং দূর-শিক্ষণেও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ সীমিত- তাই বিকল্প পদ্ধতি নিয়ে নীতিনির্ধারকগণ জটিল দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পড়েছেন। একই অবস্থা দেখা যাচ্ছে উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন-আয়ের দেশগুলোতে। স্কুল পুনরায় খুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ দেশ স্থানীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ধীরে ধীরে খোলার নমনীয় নীতি অনুসরণ করছে। দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে ২০২০ সালে মার্চ মাস থেকে দীর্ঘ সময় ধরে

স্কুল বন্ধ থাকায় প্রায় ৬০০ মিলিয়ন শিশু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ২০২১ সালের শুরুতে গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে দেখা গেছে, দেশগুলো স্কুল পুনরায় চালু করার বিষয় বিবেচনা করে আসছে এবং বেশিরভাগ দেশ ইতোমধ্যে স্কুল খুলে দিয়েছে বা পুরোপুরিভাবে খুলে দেওয়ার পথে রয়েছে। যদিও স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার মতো বিধিগুলো যথাযথ অনুসরণ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে উদ্বেগ থেকেই যায়।

ডিসেম্বের ২০২০ ইউনিসেফ/ইউনেস্কো-র পর্যালোচনামূলক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে: ক) বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শারিরীক উপস্থিতি ভাইরাস সংক্রমের মূল চালক নয়। খ) যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করা হলে শিক্ষার্থীদের স্কুলের বাইরে থাকার চাইতে স্কুলে থাকা উচ্চতর ঝুঁকি তৈরি করে না। গ) স্কুলের কর্মী ও শিক্ষকগণ সাধারণ জনগণের তুলনায় উচ্চতর ঝুঁকিতে নেই, এবং ঘ) উপর্যুক্ত ফলাফলগুলো সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ বা পরিচিত মিউট্যান্ট (পরিবর্তনশীল) ভাইরাসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

বাংলাদেশ সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় অতিমারি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে পুনরায় স্কুল চালু করার প্রস্তুতি নিলেও দ্বিতীয় ঢেউয়ের কারণে তা পিছিয়ে দিয়েছে, যা কোভিড-১৯ বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি ও টেকনিক্যাল কমিটির পরামর্শ ও অনুমোদন সাপেক্ষে চূড়ান্ত হতে পারে। জানুয়ারি ২০২১-এ ইউনিসেফ-এর সহায়তায় 'কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুকরণ' শিরোনামে শিক্ষামন্ত্রণালয় ৩৯ পৃষ্ঠার একটি গাইডলাইন প্রকাশ করেছে। উক্ত গাইডলাইনে স্কুল পুনরায় চালু করা হলে নিরাপদ শিখন পরিবেশ তৈরি, শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য, মনো-সামাজিক সহায়তা, সমতার ভিত্তিতে 'ব্যাক টু স্কুল' প্রোগ্রাম বিষয়ক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানের ভিন্নতা, পরিচালন সক্ষমতা, কর্মীস্তর ও সংস্থান বিবেচনা করে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে গাইডলাইন যথাযথভাবে অনুসরণ করা চ্যালেঞ্জিং হবে। নির্দেশনাসমূহে অনেকগুলো প্রয়োজনীয় দিক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দু'টি বিষয় গাইডলাইনের সফল ব্যবহারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ- ১) আর্থিক সহায়তা ছাড়া বেশিরভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না, এবং ২) স্থানীয় জনগণ, নাগরিক সমাজ ও শিক্ষা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট এনজিওসমূহের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন হবে। স্থানীয় পর্যায়ের এই সম্পৃক্ততা দেশের প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জাতীয় নির্দেশনাসমূহ স্থানীয় পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে বাস্তবায়নে সহযোগিতা, মনিটরিং এবং গ্রহণযোগ্যতা তৈরিতে সহায়তা করার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক স্বল্পতা একটি বড় সমস্যা, এটি শিখন চাহিদার বাড়ার সঙ্গে আরও প্রকট হবে। কাউন্সেলিং, অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ, সহ-পাঠক্রমিক কার্যক্রম, শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসেবা, কমিউনিটি সার্ভিসের জন্য অতিরিক্ত উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষাকার্যক্রম বাস্তবায়নকারী এনজিওগুলো এই উদ্যোগগুলোকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করতে পারে।

প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের জন্য বিস্তারিত নির্দেশনাবলী চূড়ান্তকরণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের জন্য যেসব উপাদানকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন তা প্রাথমিক শিক্ষাস্তরেও প্রযোজ্য। মূল কথা, প্রায় এক বছর বন্ধ থাকার পর স্কুলগুলো যত দ্রুত সম্ভব নিরাপদে পুনরায় চালু করতে হবে। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো শিক্ষার্থীদের শিখন ক্ষতি পুনরুদ্ধার ও পড়ালেখার সঙ্গে তাদেরকে সম্পৃক্ত রাখতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু রাখা দরকার।

৩.২ দূর-শিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের ডিভাইস ব্যবহারের সুযোগ ও অংশগ্রহণ

সামগ্রিকভাবে শিক্ষার্থীদের দূর-শিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ অনেকটাই জটিল। দূর-শিক্ষণে অংশগ্রহণের অনেকগুলো মাধ্যম (টেলিভিশন, রেডিও, অনলাইন- স্মার্টফোন, ল্যাপটপ/ট্যাবলেট) রয়েছে। তবে পরিবারে একটি টেলিভিশন এবং একটি স্মার্ট ফোন থাকলেও তা শিক্ষার্থীদের অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করে না। সামগ্রিকভাবে শিক্ষার্থীদের বৃহত্তর অংশ (প্রায় ৭০%) দূর-শিক্ষণে অংশ নিতে পারেনি। দুই-তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থী মতামত দিয়েছেন যে, স্কুল বন্ধ থাকাকালে তাদের শিক্ষক, পরিবারের সদস্য বা প্রাইভেট টিউটরের নিকট থেকে তারা তেমন সহায়তা পায়নি (সারণী ০.১)। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের একটি অংশ তাদের পরিবারকে সহায়তা করার জন্য আয়মূলক কাজে অনেকটা সময় ব্যয় করেছে।

সারণী- ০.১ স্কুল বন্ধ থাকাকালীন সময়ের ব্যবহার

উত্তরদাতা - শিক্ষার্থী	*বিগত ২ সপ্তাহে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ (%)*					
	১. দূর-শিক্ষণ		২. পড়ালেখায় সহায়তা		৩. বাড়িতে পড়া	
	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না
প্রাথমিক (সংখ্যা) ৮৫৫	৩১.৪	৬৯.৬	৩৬.২	৬৪.৮	৯৯.৮	০.৬
মাধ্যমিক (সংখ্যা) ৮৫৪	৩৩.৮	৬৬.২	৩৯.৫	৬১.৫	৯৯.২	০.৮
মোট শিক্ষার্থী - ১৭০৯	৩১.৫	৬৮.৫	৩৭.৮	৬২.২	৯৯.৩	০.৭

১. *দূর-শিক্ষণে অংশগ্রহণ*
২. *প্রাইভেট টিউটর বা অন্য কারো সহায়তা গ্রহণ*
৩. *নিজ উদ্যোগে বাড়িতে পড়ালেখা করা*

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামগ্রিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল। উত্তরদাতাদের এক তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থী বলেছেন যে, মাসে একবারও তারা তাদের শিক্ষকের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেননি এবং যারা যুক্ত হয়েছিলেন তারা মাসে গড়ে ১২ মিনিট কথোপকথনের সুযোগ পেয়েছেন। সমীক্ষায় দেখা যায় দূর-শিক্ষণে পাঠদান ও পাঠ্যসূচির বিষয়বস্তু নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য শিক্ষকদের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা ছিল না। প্রায় সকল শিক্ষার্থী জানিয়েছে নিজ উদ্যোগেই তারা দিনে দুই/তিন ঘণ্টা সময় পড়ালেখার জন্য ব্যয় করেছে। শিক্ষার্থীরা তাদের সময় কতটা অর্থবহভাবে ব্যয় করে সেই বিষয়ে জরিপে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়নি।

অনলাইনে যুক্ত হওয়ার জন্য প্রায় সকল শিক্ষকদেরই ডিভাইস রয়েছে। এদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ তাদের ইন্টারনেট ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। ৮০ শতাংশ শিক্ষক উপর্যুক্ত বিষয়ে আরও দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। শিক্ষকদের ইন্টারনেট সংযোগ ও ডিভাইস ব্যবহারের উচ্চহার থেকে একথা বলা যায় না যে এসব তারা স্কুল বন্ধ থাকাকালে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার সহায়তার কাজে ব্যয় করেছেন।

১৭ জানুয়ারি ২০২১-এ অনুষ্ঠিত ওয়েবিনারে উর্ধ্বতন শিক্ষা কর্মকর্তাগণ উল্লেখ করেছেন যে, মাঠ পর্যায় থেকে তাদের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের দূর-শিক্ষণে অংশগ্রহণ ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকের যোগাযোগের হার সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যের চেয়ে বেশি ছিল। কোনো বিতর্কে না গিয়ে এটা বলা যায় যে স্বাধীন জরিপের মাধ্যমে খানা থেকে সংগৃহীত তথ্য ও প্রশাসনিক তথ্যের মধ্যে প্রায়শই পার্থক্য থেকে যায়।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, দূর-শিক্ষণে শিক্ষার্থীদের সীমিত অংশগ্রহণ, বিষয়বস্তুর সুনির্দিষ্টকরণের ও উপস্থাপনার দুর্বলতা এবং একপক্ষীয় যোগাযোগ পাঠদান প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করেছে। দূর-শিক্ষণ কখনো সরাসরি ছাত্র-শিক্ষক যোগাযোগের বিকল্প হতে পারে না। তবে শিক্ষায় প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার এক্ষেত্রে আরও ভালো ও ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে।

৩.৩ ছাত্র ও শিক্ষকদের স্বাস্থ্য ও সামাজিক- আবেগিক সুস্থতা

তুলনামূলক ভাবে স্বস্তির খবর, তিন চতুর্থাংশ শিক্ষার্থীর (৭৬%) মতে, বিগত ছয়মাসে তাদের পরিবারে অসুস্থতার কোনো ঘটনা ঘটেনি এবং মাত্র ১ শতাংশের ক্ষেত্রে পরিবারের কোনো সদস্যকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি বলেছে যে, এই অতিমারির শেষ ছয় মাসে পরিবারে নতুন করে কোনো দুশ্চিন্তা বা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। তবে এক-তৃতীয়াংশ শিশু তাদের পরিবারে উদ্বেগ বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেছে এবং ১৫% শিশু বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে যে পরিবারে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় ৭% শিশু আশংকা করছে, তাদের

স্কুলে ফেরত যাওয়া হবে না এবং এভাবেই তাদের পড়ালেখার ইতি ঘটবে (মূল প্রতিবেদনে ৩.৯)।

শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রায় এক চতুর্থাংশ উত্তরদাতা (২৩%) মানসিক সমস্যা এবং স্বাস্থ্য সমস্যা বেড়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেছে। শিক্ষকদের মধ্যে এক চতুর্থাংশ বলেছেন এই সময় তাদের মানসিক চাপ ও উদ্বেগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৫ শতাংশ শিক্ষার্থী তাদের পরিবারের মধ্যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করেছে। শিক্ষার্থীদের পরিবারে অসুস্থতার হার অতিমারির আগের সময়ের সঙ্গে তুলনা করলে আরও ভালো ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে।

চিত্র-০.২ স্কুল চালু হওয়ার পর শিক্ষার্থীদের শঙ্কা/উদ্বেগ

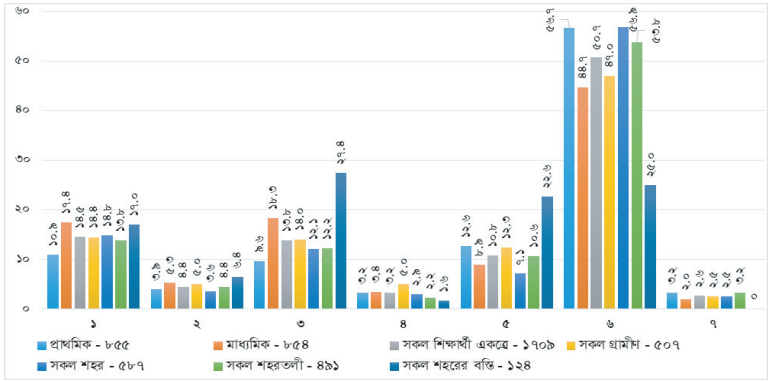

১. *আমি কী পড়ালেখায় পিছিয়ে পড়বো?*
২. *শিক্ষকদের থেকে কী যথেষ্ট সাহায্য পাবো?*
৩. *আমার অভিভাবক কী লেখাপড়া খরচ চালিয়ে নিতে পারবে?*
৪. *পরিবার থেকে কি পড়ালেখার জন্য যথেষ্ট সাহায্য/উৎসাহ পাবো?*
৫. *আমি কী ভবিষ্যতে পড়ালেখা চালিয়ে নিতে পারবো?*
৬. *কোনো সমস্যা হবে না।*
৭. *করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ায় ভয় থেকে যায়।*

৩.৪ ভবিষ্যত নিয়ে ভাবনা

যখন স্কুল পুনরায় খোলা হবে- সম্ভাব্য সমস্যা ও করণীয়

কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে স্কুল খুললে তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত হবে- সেই বিষয়ে প্রায় ৮২ শতাংশ শিক্ষার্থী বলেছে এক বেঞ্চে দুইজনের বেশি শিক্ষার্থী বসতে পারবে না (সাধারণত যেটা ৪-৫ জন শিক্ষার্থীর জন্য)। বেশিরভাগ (৮০%) শিক্ষকরা জোর দিয়েছেন যে, স্কুলে স্বাস্থ্য সেবা, হাত-মুখ ধোয়ার সুবিধা, পরিষ্কার টয়লেট এবং জীবাণুনাশকের পর্যাপ্ত ব্যবহারসহ স্কুলে নিরাপত্তা এবং পরিচ্ছন্নতা বিষয়গুলো কিছুতেই

অবহেলা করা যাবে না। ভবিষ্যতে সব রকম সুরক্ষা ব্যবস্থা নেওয়া হবে শিক্ষার্থীরা তাই আশা করে এবং স্কুল খোলার পর যেসব সমস্যা দেখা দিতে পারে সেগুলো নিয়ে তারা অনেকেই বেশি উদ্বিগ্ন নয়। অর্ধেকেরও বেশি শিক্ষার্থী (৫১%) স্কুলের কাজের বিষয়েও সমস্যা নিয়ে উদ্বিগ্ন নয়।

সামগ্রিকভাবে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা স্কুলে যাওয়া চালিয়ে নিতে পারিবারিক সমর্থন পাওয়া না পাওয়া নিয়ে বেশি উৎকণ্ঠিত। শহরের শিক্ষার্থীদের তুলনায় বস্তির মেয়েদের মধ্যে স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা বেশি লক্ষ্য করা যায়। (চিত্র- ০.২)

প্রায় অর্ধেক (৪৫%) শিক্ষার্থীদের মতে স্কুল পুনরায় খোলার পর প্রথমে অসমাপ্ত পাঠ সম্পন্ন করা উচিত। তাদের পরবর্তী অগ্রাধিকারে রয়েছে (২২%) একই শ্রেণিতে আটকে না থেকে নতুন বছরে নতুন শ্রেণিতে উন্নীত হওয়া। তৃতীয় অগ্রাধিকার (১৯%)- নতুন পাঠ শুরুর পাশাপাশি অসম্পন্ন বিষয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া। অন্যদিকে ৪৪% শিক্ষক নতুন পাঠের দিকে এগিয়ে যেতে চান (চিত্র ০.৩ এবং ০.৪)। সাধারণভাবে অন্যান্য শিশুদের তুলনায় বস্তির মেয়ে শিশুরা নতুন পাঠ শুরু করার আগে অসম্পূর্ণ পাঠগুলো শেষ করার ব্যাপারে জোর দাবি জানিয়েছে।

স্কুল খোলার পর শিক্ষাসূচিতে অগ্রাধিকারের বিষয়ে ছাত্র এবং শিক্ষকদের মতামতের বৈপরীত্য লক্ষণীয়। শিক্ষার্থীরা চায় নতুন পাঠে যাওয়ার আগে অসমাপ্ত বা অসম্পূর্ণ

চিত্র- ০.৩ পুনরায় স্কুল খোলার পর পাঠে অগ্রাধিকারের সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মতামত

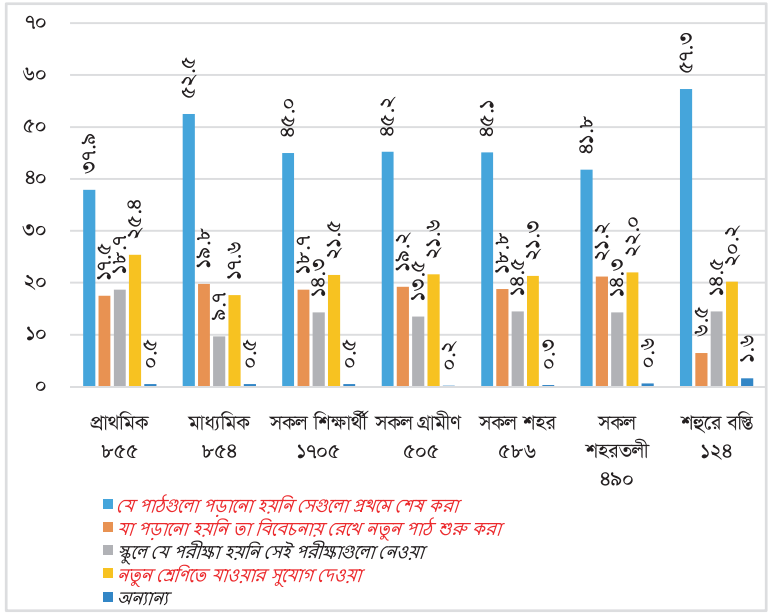

চিত্র-০.৪ পুনরায় স্কুল খোলার পর পাঠে অগ্রাধিকারের সম্পর্কে শিক্ষকদের মতামত

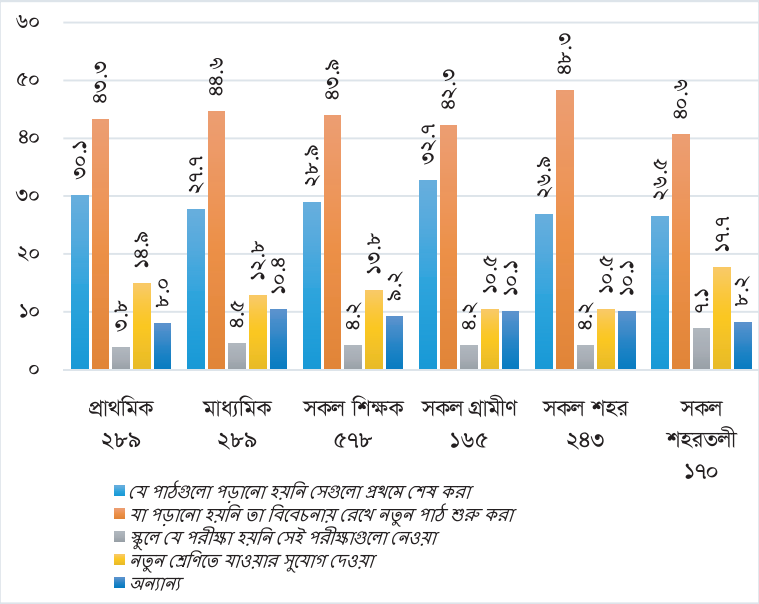

পাঠগুলো গুরুত্ব সহকারে পড়ানো হোক, কারণ আগের প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং দক্ষতা ও পূর্বের পাঠ ছাড়া নতুন পাঠ অনুসরণ করা কঠিন হবে। অন্যদিকে শিক্ষকরা নতুন পাঠের দিকে এগিয়ে যেতে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সিলেবাস সম্পন্ন করতে আগ্রহী- যা আমাদের স্কুলে প্রচলিত পদ্ধতি। শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত মজবুত না করে যেনতেন উপায়ে কেবল পাঠ্যসূচি শেষ করার উপর প্রাধান্য দিলে সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করবে, শিক্ষার্থীদের দক্ষতা আরও হ্রাস পাবে- বিশেষত যখন একটি বছর শ্রেণিকক্ষের পাঠদান ছাড়াই চলে গেছে।

শিক্ষাকার্যক্রম পুনরুদ্ধার কৌশলের অন্তত তিনটি উপাদান জরুরি

১) পুরো বছরের স্কুল পাঠ্যসূচি শেষ করার আশা না করে অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞান ও যোগ্যতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া, যেমন: প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলা ও গণিত এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে বাংলা, ইংরেজি, গণিত এবং বিজ্ঞান;

২) পরবর্তী পাঠের জন্য জরুরি-পূর্ববর্তী বিষয়গুলো চিহ্নিত করা, যা নতুন পাঠে যাওয়ার আগে অবশ্যই শেখানো উচিত; এবং

৩) প্রায় এক বছরের পাঠবিরতির ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে অন্তত দুই একাডেমিক বছরের জন্য পুনরুদ্ধার কার্যক্রম প্রসারিত করার পরিকল্পনা করা।

শিক্ষাকার্যক্রম পুনরুদ্ধার কৌশলের জন্য পাঠ্যসূচি সংক্ষিপ্ত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে (এনসিটিবি)। নিয়মিত সূচিতে যা পড়ানো হয় তার প্রতিটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা না করে বরং মূল/শ্রেণিভিত্তিক ও প্রান্তিক যোগ্যতার বিষয়গুলোতে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিতে হবে। এগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে সাক্ষরতা এবং গণিত এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে এগুলোসহ ইংরেজি এবং বিজ্ঞান। শিক্ষার্থীদের ক্ষতি পূরণের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে, অসমাপ্ত সবকিছু অর্থাৎ প্রাথমিকের ছয়টি বিষয় ও মাধ্যমিকের তেরোটি বিষয় সমাপ্ত করা সম্ভব নয় এবং তা জরুরিও নয়।

৩.৫. শিশুদের পড়ালেখা চালু রাখতে গিয়ে পরিবারের চাপ ও বোঝা

শিশুদের শিক্ষা সহায়তা দিতে গিয়ে পরিবারের ওপর কী ধরনের বোঝা ও চাপের সৃষ্টি হয়েছে সে বিষয়ে গবেষণায় একটি মিশ্র চিত্র উঠে এসেছে- কিছু পরিবারের সরাসরি অর্থনৈতিক চাপ ও অন্যান্য বাড়তি ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। অস্বচ্ছল পরিবারের জন্য সমস্যাটি আরও প্রকট। উপার্জন কমে যাওয়ায় তাদের জন্য পড়ালেখার খরচসহ পরিবারের অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণ করাই দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চিত্র- ০.৫ পুনরায় স্কুল খোলার পর পাঠে অগ্রাধিকারের সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মতামত

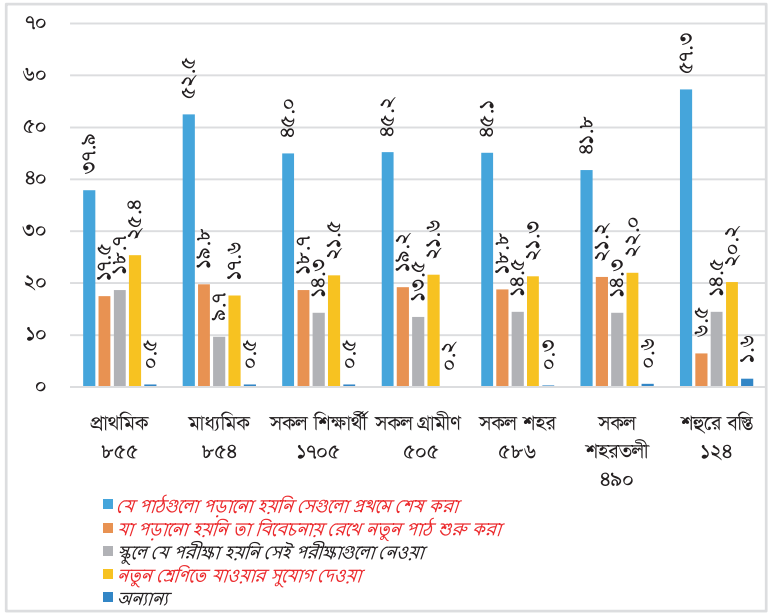

বিগত বছরে, ইন্টারনেট/ওয়াইফাই সংযোগ বজায় রাখার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় অধিকাংশ পরিবারের জন্য খুব বেশি বোঝা বলে মনে হয়নি। এক চতুর্থাংশের বেশি (২৬%) পরিবারে মাসিক ২০০ থেকে ৪০০ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে। আরেক চতুর্থাংশের মাসে অতিরিক্ত ৪০০ টাকা ব্যয় হয়েছে, অপর এক চতুর্থাংশের বেশি পরিবারের (২৭%) এ বাবদ কোনো অতিরিক্ত ব্যয় হয়নি। অন্য ২০% পরিবার ইন্টারনেট ব্যয় ছাড়াও অন্যান্য বাড়তি ব্যয় বহনের কথা উল্লেখ করেছেন।

শিক্ষার্থীদের জন্য সংযোগ এবং ডিভাইসগুলোর জন্য অতিরিক্ত ব্যয় পরিবারের পক্ষে একটি বড় সমস্যা না হয়ে থাকলে এর অর্থ হতে পারে পিতা-মাতারা সংযোগ এবং ডিভাইসের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় করার প্রয়োজন বা শিক্ষাগত মূল্য দেখেননি। দরিদ্র পরিবারগুলোর ক্ষেত্রে এর অর্থ হতে পারে যে তাদের পক্ষে বেশি ব্যয় করার সামর্থ্য ছিল না।

সারণী-০.২ শিক্ষার্থীদের পরিবারে ২০১৯ ও ২০২০ সালে মৌলিক চাহিদা পূরণের অবস্থা

শিক্ষার্থীদের খানা ও এলাকা	সকল মৌলিক চাহিদা পূরণ হয়ে থাকে (%)		বেশিরভাগ সময় ঘাটতি থাকে (%)		মাঝে মাঝে ঘাটতি থাকে (%)	
	২০১৯	২০২০	২০১৯	২০২০	২০১৯	২০২০
প্রাথমিক শিক্ষার্থী - ২৯১	৭১.৮	২৮.৮	১১.০	৪৬.৭	১৭.২	২৪.৪
মাধ্যমিক শিক্ষার্থী - ২৮৬	৭৪.৫	৩০.০	৯.৮	৩৫.৭	১৫.৭	৩৪.৩
গ্রামীণ শিক্ষার্থী - ১৭৮	৬৯.১	২৪.৭	১২.৯	৪৩.৩	১৮.০	৩২.০
শহরের শিক্ষার্থী - ১৭২	৭৫.৬	৩৬.০	৭.৬	৩৪.৩	১৬.৯	২৯.৫
শহরতলীর শিক্ষার্থী - ১৬০	৭২.৫	৩২.৫	১০.৬	৩৯.৪	১৬.৯	২৮.২
শহরের বস্তির শিক্ষার্থী - ৬৬	৭৮.৮	১৬.৬	১০.৬	৫৯.১	১০.৬	২৪.২
মোট খানার সংখ্যা - ৫৭৬	৭৩.০	২৯.৫	১০.৪	৪১.২	১৬.৬	২৯.৩

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয় ২০১৯ ও ২০২০-এর মধ্যে পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণে সক্ষমতার পরিবর্তন। চাকরি হারানো ও আয় উপার্জন কমে যাওয়ায় ২০১৯ সালে মাত্র দশ শতাংশ পরিবারে মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে বেগ পেতে হত কিন্তু ২০২০ সালে অক্ষমতার অনুপাত চারগুণ বৃদ্ধি পায়। শিক্ষকদের পরিবারের ক্ষেত্রেও মৌলিক চাহিদা পূরণ না হওয়ার অনুপাত ২.১ শতাংশ থেকে বেড়ে ৮.৫ শতাংশে পৌঁছেছে। এই পরিসংখ্যান অতিমারির অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্যগত বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে অন্যান্য জরিপ ও গবেষণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

সারণী- ০.৩ শিক্ষকদের পরিবারে ২০১৯ ও ২০২০ সালে মৌলিক চাহিদা পূরণের অবস্থা

শিক্ষক পর্যায় ও অবস্থান	সকল মৌলিক চাহিদা পূরণ হয়ে থাকে (%)		বেশিরভাগ সময় ঘাটতি থাকে (%)		মাঝে মাঝে ঘাটতি থাকে (%)	
	২০১৯	২০২০	২০১৯	২০২০	২০১৯	২০২০
প্রাথমিকের শিক্ষক - ২৮৯	৯৩.১	৭২.৬	২.১	৬.৬	৪.৮	২০.৮
মাধ্যমিকের শিক্ষক- ২৮৯	৯২.৭	৬২.৬	২.১	১০.৪	৫.২	২৭.০
গ্রামীণ শিক্ষক - ১৬৫	৮৯.৭	৬৬.৭	৩.০	১০.৯	৭.৩	২২.৪
শহরের শিক্ষক - ২৪৩	৯৩.৩	৬৪.৭	২.১	৯.৭	৪.৬	২৫.৬
শহরতলীর শিক্ষক - ১৭০	৯৫.৩	৭৪.১	১.২	৪.৭	৩.৫	২১.২
সকল শিক্ষক - ৫৭৮	৯২.৯	৬৭.৬	২.১	৮.৫	৫.০	২৩.৯

মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে না পারার ঝুঁকিতে থাকা ৪০ শতাংশ পরিবারের সন্তানদের শিক্ষার ওপর বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে, যেমনটা উপরের অনুচ্ছেদে তুলে ধরা হয়েছে। স্কুল থেকে ঝরেপড়া, ঝুঁকিপূর্ণ কাজসহ শিশুশ্রমে যোগ দেওয়া এবং মেয়েদের বাল্যবিবাহ বৃদ্ধি পেতে পারে। শিশুদের শিক্ষার প্রতি একাগ্রতা এবং তাদের স্কুলের কৃতিত্বের (performance) ওপরও এটি বিরূপ প্রভাব ফেলবে। উপর্যুক্ত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং নিরীক্ষণ করে প্রয়োজনীয় সহায়তা এবং প্রতিকার ব্যবস্থাসহ স্কুল পুনরায় খোলার কথা বিবেচনা করতে হবে। এভাবেই শিক্ষাকার্যক্রম পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে।

৩.৬ পাঠ বিষয়ে অংশীজনদের ভাবনা

কোভিড-১৯ এর অভিজ্ঞতা থেকে ভবিষ্যতের পড়ালেখা নিয়ে ভাবনা উল্লেখ করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা তিনটি বিষয়কে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। বিষয়গুলো হলো- স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা বিধান (হাতধোওয়া, হাত জীবানুমুক্ত করা; সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, ইত্যাদি) মেনে চলার গুরুত্ব; বাস্তব প্রায়োগিক দক্ষতা (যেমন-রান্না, কারুকর্ম, কৃষি, ইত্যাদি) বৃদ্ধি ও তাতে অংশগ্রহণের সুযোগ; এবং শখ ও খেলাধুলায় সংযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা। শিক্ষকদেরও তিন চতুর্থাংশ স্বল্প মেয়াদে স্বাস্থ্য সুরক্ষা জরুরি বলে গুরুত্ব দিয়েছেন। পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ হিসেবে তাঁরা যেসব বিষয়কে প্রাধান্য দিতে চান সেগুলো হলো - ক. তথ্য প্রযুক্তি সুবিধা ও সেই বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করে বিনামূল্যে ইন্টারনেট ও সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি সুবিধা, এবং খ. স্বাস্থ্যসেবা খাতে উন্নতিসাধন করে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকসহ সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।

শিক্ষার মান, শিক্ষাদান এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার উন্নয়ন প্রসঙ্গে শিক্ষকদের মতামত ক্রমানুসারে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তাঁদের জন্য গুরুত্বের বিষয় হলো: শিক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহার ও সবার জন্য অনলাইন পাঠদান (ক্লাস) নিশ্চিত করা; শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নতি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ উন্নয়ন ও বিষয়ভিত্তিক প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগদান; সমান সুযোগ নিশ্চিত করা ও ঝরেপড়া কমানো; এবং প্রান্তিক পর্যায়ের শিশুদের শিক্ষার আওতায় আনা নিশ্চিত করা।

জেলা পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তাগণ মাঝারি ও দীর্ঘ মেয়াদে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়েছেন। উপজেলা কর্মকর্তারা টিকা পাওয়া নিশ্চিত করা ও সমস্যা সমাধানে শিক্ষক ও শিক্ষা কর্তৃপক্ষের যৌথভাবে কাজ করা দেখতে চান। এনজিও প্রতিনিধিরা অতিমারির মতো জরুরি অবস্থায় শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার পদক্ষেপগুলো অনুসরণের পরামর্শ দিয়েছেন। এই সুপারিশ শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের প্রস্তাবের অনুরূপ। এনজিওগুলো আরও সুপারিশ করেছে যে, তারা শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ফিরে আসতে উদ্বুদ্ধ করতে এবং বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সরঞ্জামের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা করতে পারে। তারা আরও বলেছে যে, যাদের বৃত্তি দেওয়া হবে, তাদের চিহ্নিত করতে ও সবচাইতে অভাবগ্রস্তদের সহায়তাদানে সরকার এনজিওদেরকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে পারে।

দীর্ঘ মেয়াদে শিক্ষার উন্নয়ন প্রসঙ্গে অংশীজনদের ভাবনায় অতিমারি সময়ের যে অভিজ্ঞতা তা ভবিষ্যতে এরূপ সংকট সামলানো ও তা করতে গিয়ে যেসব আশু প্রয়োজনীয়তা উঠে এসেছে তা দিয়ে প্রভাবিত বলে প্রতীয়মান হয়। বিদ্যালয় চালু রাখতে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা, আরো কার্যকর দূর-শিক্ষণের পদ্ধতি এবং তাতে শিক্ষার্থীদের যুক্ত রাখায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁরা শিক্ষার আরো মৌলিক দূর্বলতাগুলোতে গুরুত্ব দেননি, যেমন- শিক্ষার্থীদের শিখন ফলাফলের উন্নতি, বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য প্রশমন এবং কাউকে পিছনে না রেখে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো অন্তর্ভুক্তিমূলক করা।

৪. সুপারিশ

গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল ও উপসংহার থেকে সুপারিশগুলো নেওয়া হয়েছে। জাতীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ের বিভিন্ন আলোচনা, পর্যালোচনা, সমীক্ষা এবং প্রতিবেদনও বিবেচিত হয়েছে। তাছাড়া বিদ্যালয় পুনরায় খোলার এবং শিখন পুনরুদ্ধারের বিষয়ে সাম্প্রতিক সরকারি আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ আমলে নেওয়া হয়েছে। নিম্নের দশ-দফা সুপারিশ ২০২১ সালের ১৭ জানুয়ারিতে উপস্থাপিত অন্তর্বর্তীকালীন ছয় দফা সুপারিশের সম্প্রসারিত রূপ।

সুপারিশগুলো মূলত চারটি বিষয় সম্পর্কিত- ক) বিদ্যালয় নিরাপদে পুনরায় খোলা (সুপারিশ ১-২), খ) দূর শিক্ষণ ও শিক্ষকদের কার্যকারিতা বৃদ্ধিসহ শিখন পুনরুদ্ধার

সারণী- ০.৪ অগ্রাধিকারভিত্তিতে মূল দশ দফা কার্যক্রম

ক. নিরাপদে পুনরায় স্কুল খোলা	*খ. শিখন পুনরুদ্ধার*	*গ. কার্যকর বাস্তবায়ন*	*ঘ. মধ্যম/দীর্ঘ-মেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি*
১. পর্যায়ক্রমে ও ধাপে ধাপে স্কুল খোলা *ভৌগলিক* - শহরের বাইরে গ্রামীণ এলাকায় প্রথম এরপর শহর ও মহানগর এলাকায়, *গ্রেড বা শ্রেণি* - উচ্চতর শ্রেণি প্রথমে এরপর ধীরে ধীরে নিচের শ্রেণি বা গ্রেড, *স্কুলের সময়সীমা* - প্রথমে কম সময়ের জন্য স্কুল খুলে পরে ধীরে ধীরে সময়সীমা বাড়ানো। **২. স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা** - প্রতিটি স্কুলের নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করা, - স্কুল ও শ্রেণিকক্ষে সামাজিক দূরত্বের বিষয়টি নিশ্চিত করা। - স্থানীয়ভাবে কোভিট টেস্টিং, চিকিৎসা সেবা, আইসোলেশন ও সামগ্রিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন করা এবং - প্রতি উপজেলায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সমন্বিত কার্যক্রম।	**৩. দুই বছর মেয়াদী পুনরুদ্ধার কার্যক্রম** - প্রান্তিক যোগ্যতার মূল বিষয়গুলো ঠিক রেখে সিলেবাস সংক্ষিপ্ত করা, - পরীক্ষার সংখ্যা কমিয়ে শিখনের ওপর জোর দেওয়া, - ছুটির সংখ্যা কমিয়ে আনা এবং - শিক্ষক সহায়ক নিয়োগ দেওয়া। **৪. শ্রেণিকক্ষের পাঠের সঙ্গে দূর-শিক্ষণ সংমিশ্রণ করা** - শিক্ষকদের প্রস্তুত করা এবং - সংযোগ বৃদ্ধি করা। **৫. শিক্ষকদের সহায়তা প্রদান করা** - বিষয়/শ্রেণিভিত্তিক গাইডলাইন প্রণয়ন ও প্রদান, - কর্মশালা বা অনলাইনে শিক্ষকদের পরামর্শ দেওয়া এবং - শিক্ষকদের আর্থিক প্রণোদনা দেওয়া।	**৬. নমনীয় বাস্তবসম্মত গাইডলাইন** - স্থানীয়ভাবে/স্কুলে মানিয়ে নেওয়া, - উপজেলা ও স্কুল পর্যায়ে ওয়ার্কিং টিম গঠন, - আর্থিক সহায়তা - দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া। **৭. জন অংশগ্রহণ** - গণসাক্ষরতা অভিযান, বাংলাদেশ ইসিডি নেটওয়ার্ক (বিইএন), হেল্‌থ ওয়াচ-এর মতো নেটওয়ার্ক সংগঠনকে যুক্ত করা, - সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ ও প্রচারণা এবং - কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপ গঠন করা। **৮. পরিকল্পনার অর্থায়ন** - উপজেলা/প্রতিষ্ঠান গুলোতে কেন্দ্রীয়ভাবে বাজেট সহায়তা দেওয়া এবং - স্থানীয়ভাবে এসবের পরিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া। **৯. অংশগ্রহণমূলক মনিটরিং** - প্রয়োজনীয় পরিমার্জনের জন্য অংশগ্রহণমূলক মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ।	**১০. স্কুলের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পাঠ বিবেচনা করা।** - টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা ২০৩০ এবং রূপকল্প ২০৪১ কে সামনে রেখে ২ বছরের স্বল্পমেয়াদী ও ৫ বছরের জন্য মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ। - পূর্ববর্তী বিদ্যমান দুর্বলতা ও সমস্যা বিশেষ বিবেচনায় রাখা এবং - অতিমারিকালে শিক্ষা ব্যবস্থার বিদ্যমান যে সমস্যাগুলো আরও প্রকটভাবে উন্মোচিত হয়েছে, তা দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া।

(সুপারিশ ৩-৫), গ) বিদ্যালয় খোলা ও শিখন পুনরুদ্ধারের যথার্থ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন (সুপারিশ ৬-৯) ঘ) এবং দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ (সুপারিশ ১০)।

৪.১ বিদ্যালয় পুনরায় খুলে দেওয়া

বিদ্যালয় পুনরায় খুলে দেওয়ার কাজ অবিলম্বে শুরু করা উচিত। কোভিড -১৯ সংক্রান্ত জাতীয় কারিগরি উপদেষ্টা কমিটির অনুমোদন নিয়ে বিদ্যালয় বন্ধ আর খোলা রাখা উভয়ক্ষেত্রে ঝুঁকি ও লাভের ভারসাম্য বিবেচনায় করতে হবে।

ক) ভৌগলিক পর্যায়ে - মহানগরের বাইরে গ্রামীণ এলাকার বিদ্যালয়গুলো প্রথমে চালু করা যেতে পারে এবং সংক্ষিপ্ত বিরতি নিয়ে (দুই সপ্তাহে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনা করে) মহানগর অঞ্চলের (যেমন, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী) বিদ্যালয়গুলো খুলে দেওয়া যেতে পারে। দেশে সামগ্রিক অতিমারি অবস্থাকে পর্যালোচনা রেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

খ) শ্রেণিগত পর্যায়ে - বিদ্যালয় পুনরায় খোলা হতে হবে বিভিন্ন শ্রেণির জন্য পর্যায়ক্রমে। প্রথমে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের উচু শ্রেণিগুলো - ১০ এবং ১২ শ্রেণি ও প্রাথমিকের ৪ এবং ৫ শ্রেণিগুলো খোলা যেতে পারে এবং এই অভিজ্ঞতা মূল্যায়ন করে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য শ্রেণিগুলোও খুলে দিতে হবে।

৪.২ শিক্ষার্থী, শিক্ষকদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা

শিক্ষার্থীদের ও শিক্ষকদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা, তাদের সামাজিক ও মানসিক সুস্থতা এবং স্কুলে নিরাপদ স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যকর অবস্থার নিশ্চয়তা নিশ্চিত করে বিদ্যালয়গুলো পুনরায় খোলা উচিত।

ক. বিদ্যালয় পুনরায় খুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে - বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের মাস্ক পরা, সবার জন্য সাবান এবং পানি দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা, ডিজিটালভাবে শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপের ব্যবস্থা, প্রতিদিন স্যানিটাইজ করা, পরিষ্কার টয়লেট, শ্রেণিকক্ষের বেঞ্চ এবং ডেস্ক স্যানিটাউজ করা এই শর্তগুলো পূরণ করার সক্ষমতা তৈরি করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলোর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে বিদ্যালয়গুলোকে বাস্তবায়নযোগ্য পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে হবে।

খ. প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং সেই পরিকল্পনার সঠিক প্রয়োগ করতে হবে - যেমন, শিফটে উপস্থিতি, বিকল্প দিনের ক্লাস, বিদ্যালয়ের সময় কমানো বা এইসবগুলো উপায়ের সংমিশ্রণ। উদ্দেশ্য হবে শ্রেণির আকার হ্রাস করা যাতে শিক্ষার্থীরা ক্লাসের ভিতরে এবং বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে পারে।

গ. স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সংক্রমণ পরীক্ষা করা, যদি সংক্রমণ চিহ্নিত হয় তবে তাদের বিচ্ছিন্ন বা আইসোলেসনে রাখা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ও অঞ্চলের পরিস্থিতি নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এজন্য প্রতিটি উপজেলায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সমন্বিত কার্যক্রম চালু করতে হবে।

৪.৩ শিখন ক্ষতি পূরণের জন্য দুই-বছর মেয়াদী পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা

পুরো এক বছরের শিখন ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পরবর্তী দু'বছরের একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। ২০২১ এবং ২০২২ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যসূচী প্রণয়ন, সময়ের যথাযথ ব্যবহার, পাঠপ্রণালী, মূল্যায়ন পদ্ধতি, শিক্ষকদের সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বিগত বছরের ক্ষতিপূরণ করে শিক্ষার্থীদের মূল প্রক্রিয়ায় ফিরিয়ে আনতে হবে।

ক) **মৌলিক দক্ষতার (core competency) ওপর অধিকতর জোর দিয়ে আগামী দুই বছরের জন্য একটি সংক্ষেপিত পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা।** প্রাথমিক পর্যায়ে ছয়টি বিষয়ের পরিবর্তে কেবল বাংলা ও গণিতে এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে ১৩টি বিষয়ের পরিবর্তে বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞানে জোর দিতে হবে। পাশাপাশি পাঠদানের সময়সূচী নির্ধারণ ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে শিক্ষকদের বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হবে।

খ) **পরীক্ষা গ্রহণের পিছনে অধিক সময় ব্যয় না করে বা সীমিত আকারে পরীক্ষা গ্রহণ করে পাঠদানে বেশি সময় ব্যয় করা-** ২০২১-২০২২ সালে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা (PECE) এবং জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা (JSC/JDC) বাতিল/স্থগিতের বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে। জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য ভবিষ্যতের কথা বিবেচনায় রেখে ভাষা ও গণিতের দক্ষতার উপর মনোযোগ দিয়ে National Students Assessment (NSA)-এর আদলে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন বিবেচনা করা যেতে পারে। এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষাকে সংক্ষিপ্ত আকারে গ্রহণ করতে হবে, পাবলিক পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত বিষয় কমিয়ে আনতে হবে এবং প্রতিটি পরীক্ষা এক সপ্তাহের মধ্যে সম্পন্ন হতে হবে (কিছু বিষয় এক কাগজে/পত্রে একত্রিত করা যেতে পারে)। একটি ফরমেটিভ বা ধারাবাহিক স্কুলভিত্তিক মূল্যায়নের উপর জোর দেওয়া এবং স্কুলের নিজস্ব পরীক্ষাগুলো সংখ্যায় কমিয়ে আনা ও সংক্ষিপ্ত করা উচিত।

গ) **ছুটি কমিয়ে আনা** - শিখন ক্ষতি পুষিয়ে নিতে হলে আগামী দুই বছরের জন্য ছুটির সংখ্যা কমিয়ে এনে স্কুল কার্যক্রমের সময় বাড়াতে হবে (যেমন- রমজান মাসে ছুটি না দিয়ে পরিবর্তিত সময়ে পাঠদান), পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত স্কুলভিত্তিক টিউশন চালু করতে হবে।

ঘ) **সহায়ক শিক্ষক নিয়োগ** - শ্রেণিকক্ষে সামাজিক/শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণ, বিদ্যালয়ভিত্তিক অতিরিক্ত টিউশন এবং রিকভারি ক্লাস চালু করতে শিক্ষক সহকারী নিয়োগ করতে হবে। অস্থায়ী শিক্ষক সহকারীদের নির্বাচনের পর তাদের ওরিয়েন্টেশন দিতে হবে এবং তত্ত্বাবধান করতে হবে - এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা এবং সামর্থসম্পন্ন শিক্ষা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত এনজিওগুলোকে সম্পৃক্ত করতে হবে। গণসাক্ষরতা অভিযান এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

ঙ) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এ পর্যন্ত প্রস্তুতকৃত পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা, শিক্ষাকার্যক্রম/শিক্ষণ/পাঠ প্রক্রিয়া এবং নির্দেশিকা বা গাইডলাইনসমূহ পর্যালোচনা করে বর্তমান সুপারিশের আলোকে এগুলোর পরিমার্জন প্রয়োজন হতে পারে।

৪.৪ মিশ্র পদ্ধতিতে দূর-শিক্ষণের ব্যাপক ও কার্যকর ব্যবহার

শিখন ক্ষতি পুনরুদ্ধার করতে হলে দূর-শিক্ষণের সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে। এটি যেন ফলপ্রসূ হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। দূর-শিক্ষণকে শিক্ষা ব্যবস্থার অংশ বিবেচনা করে একটি মিশ্র (blended) প্রক্রিয়ার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো:

ক) অন-লাইন/অফ-লাইন, ডিজিটাল/দূর-শিক্ষণকে শ্রেণিকক্ষের পাঠ নির্দেশনার সঙ্গে যুক্ত করা। দূর-শিক্ষণ হতে পারে শ্রেণিতে শিখনের পরিপূরক।

খ) শিক্ষকদের শ্রেণিকক্ষ পাঠ ও দূর-শিক্ষণ পাঠের সমন্বয় ও যুক্ত করার জন্য শিক্ষার্থীদের গাইড করতে হবে- এজন্য শিক্ষকদেরও প্রস্তুত করতে হবে।

গ) শিক্ষার্থীদের দূর-শিক্ষণে অংশগ্রহণের সংযোগ বৃদ্ধি এবং ডিভাইসের ব্যবহার/অধিকার/প্রাপ্যতা (access) বৃদ্ধির পরিকল্পনা তৈরি এবং বাস্তবায়ন করতে হবে।

ঘ) কেন্দ্রীয়, স্থানীয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে, ডিজিটাল শিক্ষায় শহুরে ও গ্রামাঞ্চলে এবং ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে ডিজিটাল বিভাজন বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা কমিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

৪.৫ শিক্ষকদেরকে সমর্থন/সহায়তা প্রদান

শিক্ষকদেরকে ওরিয়েন্টেশন/ধারণা, প্রশিক্ষণ এবং প্রণোদনা প্রদান করতে হবে যাতে তারা পুনরায় স্কুল খোলার পর শিখন ক্ষতি পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা সফল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো হল:

ক) উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর জন্য শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক এবং শ্রেণিভিত্তিক নির্দেশিকা/গাইডলাইন প্রদান করতে হবে (যেমন- শিক্ষার্থী মূল্যায়ন, পিছিয়ে পড়া এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা, প্রযুক্তির ব্যবহার, অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ ইত্যাদি), এই বিষয়ে কর্মশালার আয়োজন করা উচিত এবং শিক্ষকদের পোর্টালে অন-লাইন সহায়তা প্রদান করা উচিত।

খ) শিক্ষকদের অতিরিক্ত কাজ এবং শিক্ষা পুনরুদ্ধার কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রণোদনা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

গ) শতভাগ স্কুল শিক্ষক এবং শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের অগ্রাধিকার-ভিত্তিতে বিনামূল্যে টিকা দিতে হবে।

৪.৬ বিদ্যালয় খোলা ও পুনরুদ্ধারের কার্যকর বাস্তবায়নের ব্যবস্থাপনা

পুনরায় বিদ্যালয় খোলা ও পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা কার্যকর ও দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করতে হবে, যাতে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করা যায়। শুধুমাত্র ভালো পরিকল্পনা আর কেন্দ্র থেকে নির্দেশনা পাঠিয়ে হাজার হাজার প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় পর্যায়ে তা যথাযথ কার্যকর হয়ে যাবে তা মনে করার কারণ নেই। বিদ্যালয় খোলা ও শিখন পুনরুদ্ধারের কার্যকর প্রয়োগের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ওপর নজর দেওয়া দরকার:

ক) স্কুল খোলার ও শিখন পুনরুদ্ধারের জন্য নমনীয় নির্দেশনা তৈরি করতে হবে। এই নির্দেশনায় এলাকা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক জরুরি পরিস্থিতিতে নমনীয়তা, পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা জরুরি প্রয়োজনের সমন্বয় করার সুযোগ থাকতে হবে।

খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষা নিয়ে কর্মরত এনজিও/সিভিল সোসাইটিকে যুক্ত করে উপজেলা কর্মদল গঠন করতে হবে। এই দল পরিস্থিতি মূল্যায়ন করবে, কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে এবং জাতীয় নির্দেশিকাগুলোর বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবে।

গ) স্কুল খোলা/শিখন পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের জন্য তহবিল সহায়তা সরবরাহ করতে হবে।

ঘ) গাইডলাইন/নির্দেশিকা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তার বাস্তবায়ন অনেক কালক্ষেপণ না করে (ফাস্ট ট্র্যাক) প্রক্রিয়াতে সম্পন্ন করতে হবে।

৪.৭ শিক্ষা পুনরুদ্ধার কার্যক্রমে সহায়তা করতে কমিউনিটি/সিভিল সোসাইটিকে সম্পৃক্তকরণ

শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী এনজিওদের সহায়তায় সিভিল সোসাইটি ও কমিউনিটির কার্যকর অংশগ্রহণ বিদ্যালয় চালু ও শিখন পুনরুদ্ধার কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্তৃপক্ষকে এতে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান করতে হবে। এই পদক্ষেপগুলোর মধ্যে যা থাকতে হবে তা হলো:

ক) ***নেটওয়ার্কগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা*** - পুনরুদ্ধার পরিকল্পনাকে স্থানীয় পর্যায়ে খাপ খাওয়ানো, জনসমর্থন অর্জন করা এবং বাস্তবায়ন তদারকি করায় অংশগ্রহণ করতে পারে এমন স্থানীয় এনজিও এবং কমিউনিটি সংগঠন চিহ্নিত করতে গণসাক্ষরতা অভিযান, বাংলাদেশ হেল্‌থ ওয়াচ, বাংলাদেশ ইসিডি নেটওয়ার্ক-এর মতো নেটওয়ার্কগুলোকে কাজে লাগাতে হবে।

খ) ***সচেতনতা ও প্রচারণা*** - সচেতনতা এবং সামাজিক সংহতি ও সমর্থন অর্জনের জন্য কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন এবং এনজিওগুলোকে নিয়ে কাজ করতে হবে। শিক্ষার পুনর্যাত্রা/পুনরুদ্ধার পরিকল্পনাটিকে কেবলমাত্র সরকারী পরিকল্পনা নয়, জাতীয় কর্মসূচি হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে।

গ) ***কমিউনিটি কর্তৃক তদারকি*** - স্কুল পুনরায় চালু, শিখন পুনরুদ্ধার কর্মসূচির বাস্তবায়ন ও নিরীক্ষণের জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিউনিটি ওয়াচ বডি গঠন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি এবং শিক্ষার্থীর ফলাফলের উন্নতির জন্য গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক 'কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপ' পরীক্ষামূলক প্রয়াস থেকে আশাব্যঞ্জক ফল দেখা গেছে।

৪.৮ পুনরায় চালু/পুনরুদ্ধার কার্যাবলীর অর্থায়ন

বিদ্যালয় চালু করা ও শিখন পুনরুদ্ধারের কর্মসূচি বাস্তবায়নের ব্যয় মেটাতে সরকারী বাজেট থেকে প্রতিষ্ঠানগুলোকে অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে হবে।

অতিমারিজনিত কারণে নিয়মিত কর্মসূচিতে বাজেট ব্যয় হ্রাস পাবে। এই অর্থ পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনায় কাজে লাগানো যৌক্তিক হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে তহবিল সহায়তায় নিম্নলিখিত নীতি অনুসরণ করা যেতে পারে:

ক. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২১ অর্থ বছরের বাজেটের একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অংশ বিদ্যালয় পুনরায় খোলা ও শিখন পুনরুদ্ধার সহায়তায় দেওয়া উচিত। অতিমারির মাত্রা ও প্রভাব বিবেচনায় ২০২০-২১ অর্থ বছরের জন্য বাজেটের অন্তত ১০% বরাদ্দ দেওয়া যৌক্তিক হবে। আগামী ২০২১-২০২২ অর্থবছরের এক্ষেত্রে বাজেটে এই পরিমাণ আরও বেশি হওয়া প্রয়োজন।

খ. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো যাতে তাদের শিখন পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে-এর জন্য শিক্ষার্থী সংখ্যার অনুপাতে ৫০০টি উপজেলা ও থানার প্রতিটিতে অন্তত ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া উচিত। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহায়তার আওতায় নেই- এমন বিদ্যালয়গুলোকেও সহায়তা দিতে হবে। কারণ বর্তমানে এক বড় সংখ্যক শিক্ষার্থী এমন বেসরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে।

গ. প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে যেসব বিদ্যালয় স্লিপ গ্রান্ট (বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা) পেয়ে থাকে সেই বিদ্যালয়গুলো এই বরাদ্দ ব্যবহার করে তাদের বিদ্যালয় পুনরায় চালু ও শিখন পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু করতে পারে। কিন্তু এজন্য এই বরাদ্দের বাইরেও সহায়তা প্রদান করতে হবে।

ঘ) প্রস্তাবিত উপজেলা এবং প্রতি বিদ্যালয়ে কর্মদল, কর্মপরিকল্পনা, অর্থের প্রয়োজন বিবেচনা ও বাজেট অনুমোদন এবং কেন্দ্রীয় নির্দেশিকাগুলোর আওতায় এর ব্যবহার তদারকিতে জড়িত থাকতে হবে। গণসাক্ষরতা অভিযান তার দেশব্যাপী সহযোগী সংগঠকে নিয়ে এই প্রক্রিয়াতে সরকারকে সহায়তা করতে পারে।

৪.৯ নিরীক্ষণ, প্রতিবেদন এবং পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো

বিদ্যালয় পুনরায় চালু করা ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রম হবে জটিল একটি প্রক্রিয়া। এর জন্য কার্যক্রম প্রণয়নের মধ্যে দরকার হবে যথাযথ অংশগ্রহণমূলক তদারকি, প্রতিবেদন এবং মূল্যায়ন, যা প্রয়োজনের নিরিখে সংশোধন/পরিমার্জন করা যাবে। তদারকি এবং মূল্যায়নের যে বৈশিষ্ট থাকতে হবে তা হলো:

ক) উপরের ৪.৬ এবং ৪.৭ নম্বর ধারার অধীনে প্রস্তাবিত অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিটি গতানুগতিক ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) এর চাইতে বেশি কিছু হতে হবে। পদ্ধতিটিকে নির্ভরযোগ্য তথ্যের উপর নির্ভরশীল হতে হবে, তদারকি ও মূল্যায়ন পদ্ধতি হতে হবে এমন যাতে প্রয়োজনে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে এবং প্রাসঙ্গিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যাবে।

খ. তদারকি ও মূল্যায়নের জন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় অংশীজনদের অন্তর্ভুক্ত করে কমিউনিটি নজরদারি প্রক্রিয়া প্রবর্তিত হতে পারে। গণসাক্ষরতা অভিযান এটার সফল পাইলটিং করেছে।

গ. ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি (উপরোক্ত ধারা ৪.৬) এমন হতে হবে তা যেনো তদারকি ও মূল্যায়নে পাওয়া ফলাফলগুলো পর্যালোচনা/পুনঃমূল্যায়ন করে প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনের সুযোগ করে দেয়।

৪.১০ শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য অধিকতর দীর্ঘমেয়াদী সংস্কার পদক্ষেপ বিবেচনা করা

স্বল্প মেয়াদের দুই বছরের কার্যক্রমকে পাঁচ বছরের মধ্য-মেয়াদি ও ২০৩০ এর দীর্ঘ-মেয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা এবং ভিশন ২০৪১-এর লক্ষ্যের সঙ্গে যুক্ত করে এগুলোর অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

এই অতিমারির অভিজ্ঞতা শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের উদ্যোগ (response) স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী প্রেক্ষিতে তৈরি করতে হবে, যাতে পুনরুদ্ধার কার্যক্রমটি পাঁচ ও দশ বছরের লক্ষ্য এবং একটি উন্নত দেশের ভিত্তি তৈরি করে। শিক্ষার উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদী এবং একটি সামগ্রিক বলতে যা বোঝায় তা হল:

ক. অতিমারির প্রতিক্রিয়ায় সাড়া দিতে গিয়ে এটি মনে রাখতে হবে যে, চলমান শিক্ষাব্যবস্থায় নিম্ন মানের শিখন ফলাফল, বৈষম্য এবং বাদ পড়ে যাওয়ার যে দুর্বলতাগুলো আগে থেকে ছিল তা আরও প্রকট হয়েছে।

খ. অতিমারির জবাবে যে পরিবর্তন আনা হবে তা যে স্বল্প-মেয়াদী উদ্যোগ ও ব্যবস্থাগুলোকে মধ্য-মেয়াদী এবং দশ-বছরের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পরিকল্পনায় এগিয়ে যাওয়ার ভিত্তি তৈরি করে। পূর্ব পরিকল্পিত নয়, এমন পদ্ধতি এড়িয়ে যেতে হবে। অতিমারির জবাবে শিক্ষা ব্যবস্থায় নেওয়া উদ্যোগগুলো এসডিজি-৪ এর লক্ষ্যগুলোর সঙ্গে যুক্ত হতে হবে।

গ. অতিমারির মোকাবেলায় সরকার যেসব শিক্ষা উদ্যোগ প্রণয়ন করেছে এবং যা বিবেচনাধীন আছে সেগুলো এই প্রতিবেদনে বর্ণিত উপসংহার ও সুপারিশমালার আলোকে সুক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করা উচিত।

পরিকল্পিত এডুকেশন ওয়াচ ২০২১ গবেষণায় অতিমারির গভীরতর ও দীর্ঘমেয়াদী অভিঘাত ও করণীয় সম্পর্কে দৃষ্টিপাত করা হবে।

উপর্যুক্ত সুপারিশগুলো পরস্পর সম্পর্কিত। এগুলোকে খন্ডিতভাবে না দেখে শিক্ষায় অতিমারির প্রভাব মোকাবেলা এবং শিক্ষা উন্নয়নে সুপারিশগুলোকে একটা সামগ্রিক নির্দেশিকা হিসেবে বিবেচনা করা শ্রেয় হবে। সুপারিশগুলো একইসঙ্গে জাতীয়, স্থানীয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে এবং বিভিন্ন অংশীজনদের (প্রশাসন, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, নাগরিক সমাজ, এনজিও, শিক্ষাবিদ ও গবেষকগণের) ভূমিকা ও দায়িত্বের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশিত হচ্ছে। এই সুপারিশগুলোর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে সরকারি বেসরকারি বিভিন্নস্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অংশীজনদের সমন্বিতভাবে আরও বিশদ কর্মপরিকল্পনা তৈরির প্রয়োজন হবে।

গবেষণায় যারা বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত

ড. কাজী খলিকুজ্জমান আহমদ[১]
ড. মনজুর আহমদ[১,৩,৪]
ড. অধ্যাপক কাজী সালেহ্ আহমেদ[১]
অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ[২]
অধ্যাপক শফি আহমেদ[১]
তাহ্সিনা আহমেদ[২]
জসিমউদ্দিন আহমেদ[২]
অধ্যাপক কফিল উদ্দিন আহমেদ[২]
ড. জাহেদা আহমেদ[১]
চৌধুরী মুফাদ আহমেদ[২,৩]
গিয়াসউদ্দিন আহমেদ[২,৩,৪]
মোঃ মুরশীদ আক্তার[২]
সৈয়দা তাহ্মিনা আকতার[২]
মাহমুদা আক্তার[২]
শিরীন আকতার[২]
অধ্যাপক মোঃ শফিউল আলম[২]
ড. মাহ্মুদুল আলম[২]
অধ্যাপক এস. এম. নূরুল আলম[১,৩]
কাজী রফিকুল আলম[১]
খন্দকার সাখাওয়াত আলী[২]
অধ্যাপক মুহম্মদ আলী[২]
রুহুল আমিন[২]
ড. সৈয়দ সাদ আন্দালিব[১]
মোহাম্মদ নিয়াজ আসাদউল্লাহ[১]
কাজী রায়হান জামিল[২]
ড. মো: আসাদুজ্জামান[১]
ড. আনোয়ারা বেগম[২,৩]
হান্নানা বেগম[২]
রাশেদা কে. চৌধূরী[১,৩,৫]
জীবন কে. চৌধুরী[২]
ড. মাহবুব এলাহী চৌধুরী[১]
ড. মো. ফজলুল করিম চৌধুরী[১]
ড. আহমদ মোশ্তাক রাজা চৌধুরী[১,৩,৫]
হরিপদ দাশ[২]

তপন কুমার দাশ[৩]
সুব্রত এস ধর[১]
ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন[১]
এস এ হাসান আল-ফারুক[২]
মোঃ ফসিউল্লাহ[২]
জ্যোতি এফ. গমেজ[১]
শ্যামল কান্তি ঘোষ[১]
অধ্যাপক মুহাম্মদ নাজমুল হক[২]
মোঃ আহসান হাবিব[২]
জাকি হাসান[১]
সামসে আরা হাসান[১]
ড. এম. সামছুল হক[২]
কে. এম. এনামুল হক[২,৩]
মেঃ আমির হোসেন[১]
মোঃ আলমগীর হোসেন[২]
ইকবাল হোসেন[২,৩]
মোঃ মোফাজ্জল হোসেন[২]
অধ্যাপক ড. সৈয়দ শাহাদাত হোসেন[১,৩,৪]
ড. এম. আনোয়ারুল হক[১]
মোঃ আবদুল হামিদ[২]
ড. মুহাম্মদ ইব্রাহিম[১]
মোহাম্মদ তানভিরুল ইসলাম[৩]
অধ্যাপক মো: রিয়াজুল ইসলাম[২]
ড. মোহাম্মদ মাইনুল ইসলাম[২]
ড. শফিকুল ইসলাম[২,৩]
রওশন জাহান[১]
জসীম উদ্দীন কবির[২]
ড. আহমেদ–আল–কবির[১]
মো: হুমায়ূন কবির[১]
উইকি ওয়াটারস্কুট[৩]
নুরুল ইসলাম খান[২]
অধ্যাপক ড. বরকত-ই-খুদা[১]
অধ্যাপক মাহ্‌ফুজা খানম[১]
ড. ফাহমিদা খাতুন[১]
তমো হোজুমি[১]
ড. আবু হামিদ লতিফ[১]
তালাত মাহমুদ[২]
ইরাম মরিয়ম[২]

ড. আহমদুল্যাহ মিয়া[২]
মোহাম্মদ মহসিন[২,৩]
ড. মোস্তফা কে. মুজেরী[১]
অধ্যাপক ড. সিকদার মনোয়ার মোর্শেদ[১]
ড. গোলাম মোস্তফা[২]
ড. কে এ এস মুরশীদ[১]
সমীর রঞ্জন নাথ[২]
এ.এইচ.এম নোমান[৩]
অধ্যাপক ড. একেএম নুরুন নবী[১]
ব্রাদার লিও জেমস্ পেরেইরা[২]
ফিলিপ বিশ্বাস[৩]
অন্নো ভ্যান মানেন[২]
মো: কামরুজ্জামান[২]
মোঃ আবদুর রফিক[২]
কাজী ফজলুর রহমান[১]
জওশন আরা রহমান[১]
ড. এম. এহছানুর রহমান[২,৩]
নাদিয়া রশিদ[৩]
বজলে মোস্তফা রাজী[৩]
অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান[১]
ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান[২,৩,৪]
ড. ছিদ্দিকুর রহমান[২]
এ. এন. রাশেদা[১]
তালেয়া রেহমান[১]
গৌতম রায়[২]
জিয়া-উস-সবুর[২]
অধ্যাপক রেহমান সোবহান[১]
ড. নিতাই চন্দ্র সুত্রধর[১]
মোশাররফ হোসেন তানসেন[২]
মোহাম্মদ মুনতাসিম তানভীর[২]

---

১. উপদেষ্টা বোর্ড সদস্য
২. কর্মদল সদস্য
৩. টেকনিক্যাল টিম সদস্য
৪. গবেষক দলের সদস্য
৫. রিভিউ টিম সদস্য

Education Watch 2020

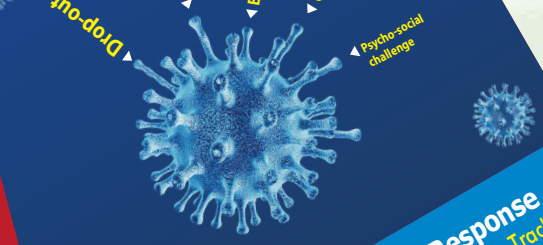

Education and Covid-19 Response
Bringing Schools and Learning Back on Track

Overview

www.campebd.org

Published by
Campaign for Popular Education (CAMPE)

Education Watch 2020

Education and Covid-19 Response
Bringing Schools and Learning Back on Track

Overview of the Main Report

Manzoor Ahmed
Mostafizur Rahaman
Syed Shahadat Hossain
Ghiasuddin Ahmed

March 2021

CAMPE, Bangladesh

UNICEF, Bangladesh

First Edition
March 2021

Copyright© Campaign for Popular Education (CAMPE)

Design & Printing
Agami Printing & Publishing Co.

Cover design
Nitto Chandro

Photographs
Internet & Dhaka Tribune

Campaign for Popular Education (CAMPE)
5/14 Humayun Road, Mohammadpur
Dhaka 1207, Bangladesh
Phone: 58155031, 58153417, 48112458, 48116079
Tele Fax: 88 02 9123842
Email: info@campebd.org
Website: www.campebd.org
Facebook/campebd
Twitter/campebd

1. Introduction

The COVID-19 pandemic has created the largest disruption of education systems in history, affecting globally nearly 1.6 billion children and youth. In Bangladesh, over 40 million students have remained out of school for more than a year since March, 2020. The immediate and longer-term effects of the pandemic have prompted Education Watch to examine the education consequences and appropriate responses in Bangladesh. The study is intended to be an important complement, specifically from a civil society education stakeholders' point of view, to other rapid surveys, studies and government response initiatives. It needs to be mentioned that since the Education Survey findings were analysed and a hopeful scenario was anticipated by middle of March, 2021 a second wave of the pandemic hit the country which required some of the earlier premises and projections to be reevaluated. The volatility of the pandemic is an essential feature of it which has to be considered in the response strategy. The study team is of the view that the main findings and their implications for policy, as will be seen, still remain valid.

Study Approach and Questions. It was originally planned to be carried out as one study in two phases focusing on: a) the pandemic impact and immediate response, and b) efficacy of the initial response and medium and longer-term recovery and lessons. The CAMPE Council and the EW Technical Committee decided that these could be two studies as *Education Watch 2020* and *Education Watch 2021*, maintaining the continuity of annual reports. The present study (EW2020) is concerned with the immediate impact of the pandemic and response. It relied on a survey of key stakeholders – primary and secondary level students, teachers, parents, education officials, and education NGO representatives – conducted by mobile phone between late November and early December, 2020. The study focused on the following questions:

a. The current situation about children's learning and well-being of children, teachers and families;

b. What preparation should be taken for school re-opening;
c. When and how the school should be re-opened; and
d. What the school program may look like when it re-opens.

Limitations. The study is subject to limitations in respect of its scope, coverage, research questions, methodology and time frame.

- It is limited to formal public system of school education pre-primary to pre-tertiary, excluding from its scope tertiary, technical-vocational education and the *quomi* madrasa system.
- The research questions focus on the operations of the system in an emergency situation, rather than broader aspects of quality, inclusion and exclusion, pedagogy and management.
- The research methodology has been determined by the pandemic situation excluding the possibility of field investigation and direct in-person interaction.
- The time-frame of the study was dictated by the urgency of the research problem itself – public policy questions that demanded rapid answers.

Due to the urgency of the issues and public interest, an interim report with key findings and recommendations was presented in a webinar on 17 January, 2021 with the presence of the State Minister of Primary and Mass Education, the Secretaries and Director General and other senior officials of MoE and MoPME and the *Education Watch* community. The present report is an elaboration based on further analysis of data and recent government decisions.

2. Design, Methodology and Sampling

A purposive sample of sufficient size representing 8 Divisions of the country was the source of primary data. The sample of respondents comprised students from primary and secondary students of grades 4/5 and grades 8/9 equally divided by gender. The total respondent number was 2,952. Among them 1,709 were

students from primary and secondary school, 578 teachers, 576 parents, 48 UEO/AUEO, 16 district level education officials, and 25 NGO officials involved in education progrms.

The study selected 8 districts from eight divisions and 24 Upazilas (three Upazilas from each district including three city corporations) and 72 clusters considering urban, semi-urban and rural areas purposefully, considering geographical and development diversity. The period of the interview was from 3rd week of November to first week of December, 2020, followed by analysis and writing of the report.

3. Major findings

The survey undertaken of stakeholders – students, teachers, parents, education officials and NGO personnel - provided information and data from which findings were presented on the following topics:

- Perception about school re-opening and safety conditions and requirements when school reopens;
- Students' participation in distance education during school shutdown;
- Students' time use during school shutdown in learning and other activities;
- Contact and communication between students and teachers during shutdown and in preparation to reopen school;
- Change in the situation of families of students and teacher in meeting basic needs;
- Anxiety, concerns and expectations of students, teachers and parents about education operations and provisions during the pandemic and as the pandemic wanes;
- Perception and expectations regarding likely education loss and support needed to recover.

A critical question for the stakeholders was when schools could re-open. Besides ascertaining the views of the respondents on this question, the findings were presented under three broad headings – a) Retrospective view – how it has been during the forced school closure; b) Prospective view – necessary steps to re-open schools,

keep schools open and recover learning loss; and c) Reflections - thoughts of stakeholders from the pandemic experience about better school operations and outcomes.

3.1 The critical issue – Re-opening schools

On the question of re-opening schools, the view of stakeholders is overwhelmingly in favour of resuming school activities, albeit maintaining safety rules and cautions, as shown in Figure 0.1

Figure 0.1 Should schools re-open? Stakeholders' views on school reopening

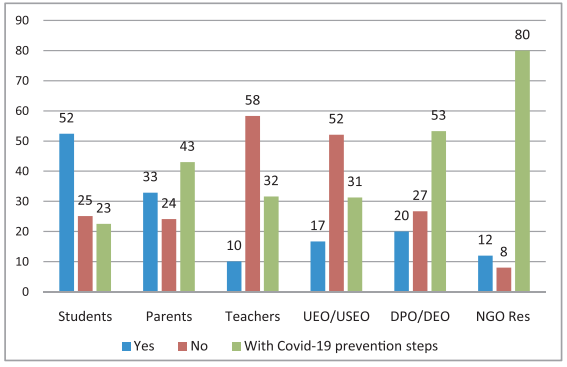

- 75% students want to be back in class soon;
- 76% parents favor rapid school re-opening;
- 73% district-level education officials and 80% CSOs favors school reopening;
- 58% teacher and 52% UEO/UAEO favor a more cautious approach and watching the pandemic situation.

After a year of school closure, and limited participation and results from distance mode alternatives, the decision makers faced a difficult dilemma. It is the same dilemma being faced in both high income and low-income countries. The second wave of the pandemic arriving in South Asia by the end of March, 2021 brings forth this dilemma even more sharply. A gradual, step by step approach and flexibility in decision-making at local and institutional level have been considered in most countries to be the appropriate response in deciding about school re-opening.

UNICEF/UNESCO review of evidence in December, 2020 indicate that: a) in-person schooling is not the main driver of infection spikes, b) children in school are not exposed to higher risks compared to when not in school, if rules are followed, c) school staff and teachers are not at a higher risk compared to the general population, and d) these findings seem valid for any 'second wave' or known mutant viruses (UNICEF/UNESCO, 2020).

Bangladesh government authorities, Ministry of Education and the Ministry of Primary and Mass Education, have been observing the pandemic situation and have been engaged in preparing for restarting schools. At the end of March, 2021 having observed a renewed spike of Covid-19 infection in Bangladesh and in many countries, the government has decided to postpone re-ioening of schools until 23 May, 2021, after the Ramadan Eid holidays.

A 39-page detailed instruction has been prepared by the Ministry of Education with UNICEF's technical support titled *Restarting educational institutions observing health and safety rules in the Covid-19 situation*. (Ministry of Education, January 2021). It provides elaborate instruction on safe school operation when schools are reopened, creating a safe learning environment, attention to equity including remedial instruction, health and psycho-social support for students, and a 'back-to-school' campaign. Detailed instructions are also in the process of being finalized for primary education.

Given the diversity of institutions, their management capacity, staffing level and resource situation, it will be a challenge to effectively follow the guidelines for many institutions. While the instructions cover many necessary aspects, it has not made specific provisions about two important elements which are crucial for successful use of the guidelines - i) financial support for complying with the instruction which cannot be met by most institutions, and ii) active involvement of local community, civil society and education-related NGOs. This involvement is necessary to help adapt national instruction to each locality and institutions, support and monitor effective implementation and generate community understanding and acceptance.

3.2 Connectivity, device access and participation of students in distance learning

An overall view of connectivity and access to devices for participation in distance learning is complex, given various modes of distance education (TV, radio, online — accessible through

Table 0.1 Students' time use during school closure

Student Respondents	% of students participating on not in these activities in last 2 weeks					
	1. Distant learning		2. Received help		3. Study by on self	
	Yes	No	Yes	No	Yes	No
Primary N= 855	31.4	69.6	36.2	64.8	99.4	0.6
Secondary N= 854	33.8	66.2	39.5	61.5	99.2	0.8
Total student N= 1709	31.5	68.5	37.8	62.2	99.3	0.7

1. *Participation in distance learning*
2. *Study with private tutor or other's help*
3. *Study on own*

smartphone and laptop/tablet etc.). There is also great variability in actual access to devices and connectivity for educational purposes even when the household is listed as having connectivity, a TV and a smart phone.

Overall, the large majority (about 70%) did not able to participate in distance mode education, according to our survey. Around two thirds did not receive help from their teachers, family members or paid private tutors in study during school closure (Table 0.1). All students, at primary and secondary levels and girls and boys, spent a substantial amount of time in work, either for income or to help at home.

Overall contacts between teachers and students were limited. According to student respondents, one third of the students were not contacted by their teacher at all in a month. On average, according to teachers' count, teacher student conversation was for 12 minutes in a month per student. The survey suggests that there was no systematic approach or plan on the part of teachers to contact students about distance lessons or discussing the content of the lessons by phone. Almost all students reported that they tried on their own to remain engaged in learning and reported to have spent about two hours a day in study. How meaningfully and satisfactorily they spent this time, as reported by themselves, could not be ascertained from the survey.

Teachers had a very high degree of connectivity and access to devices; a third of them made efforts to improve their internet skills and over 80% would like to join in training to improve their skills. The level of connectivity and device access does not necessarily mean that teachers used this advantage fully for educational purposes or to assist their students during school closure.

In the webinar on 17 January on the interim report, senior education officials mentioned that their own information received from the field indicated that both participation of students in distance learning and teachers' contact with students were higher than reported from this survey. Without disputing the official field

information, it should be noted that there is often a gap between administrative information and data collected from household through independent survey.

3.3 Health and socio-emotional wellbeing of students and teachers

A relatively comforting news is that three quarters of the students (76%) said during the last six months there were no episodes of illness in the family and only about in 1% cases a family member required hospitalization. More than two-thirds reported that there was no unusual experience or change in anxiety and tension in the family during the last six months of the pandemic period. The flip-side is that for one-third of the children there was a change in the level of anxiety in the family and 15% specifically mentioned an increase in general anxiety and tension in the family. About 7% mentioned anxiety about not continuing in school or dropping out (Tables 3.15 and 3.16 in main report not shown here).

3.4 A prospective view – problems when schools reopen and steps to be taken

Students were concerned about maintaining safety measures after school reopened. About 82% of students wanted no more than two students to be seated on a bench (normally for 4 or 5 students). Teachers also emphasized overwhelmingly (about 80%) that safety and hygiene measures in school, including washing facilities, clean toilets and adequate use of disinfectants cannot be neglected.

Assuming, safety measures would be in place, students are optimistic about the future and are not seriously concerned about problems that may arise. More than half (51%) of students were not concerned about any problem regarding their school work, when school reopens, excepting city slum students, only 25% of whom were so optimistic. On the whole, girls expressed greater anxieties about their support from family and continuity in school. City slum girls had a higher level of concerns compared to other girls and boys (Figure 0.2).

Figure 0.2 Total student anxieties when school re-opens

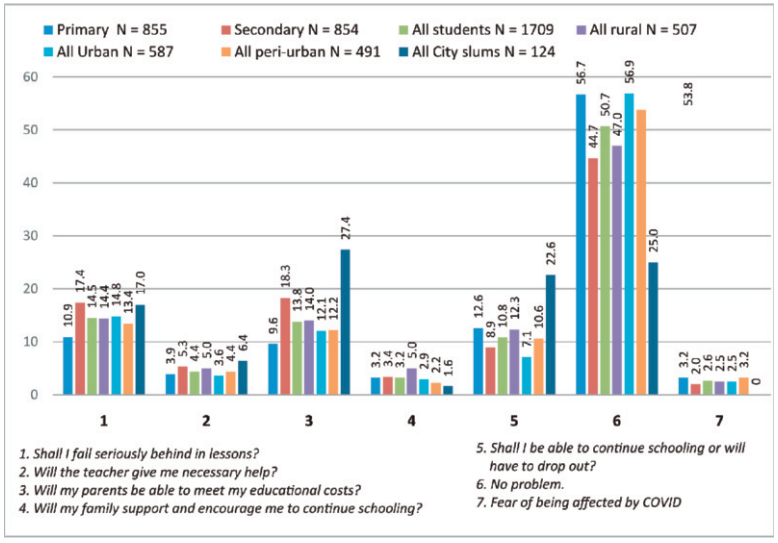

Almost half (45%) of the students want that unfinished lessons should be completed first when schools re-open. The next priority for them (22%) is to be promoted to the new grade in the new year instead of being held back. The third priority (19%) is starting new lessons with due attention to lessons not completed, whereas 44% of the teachers want to move on to new lessons (Figures 0.3 and 0.4). City slum girls are more emphatic than students in general about completing unfinished lessons before going on to new lessons.

The contrast in students' and teachers' views on instructional priority on school re-opening is worth noting. Students realistically want the unfinished or incomplete lessons to be given attention before moving on to new lessons, because they would find it difficult to follow the new lessons without the pre-requite knowledge and skills. Teachers, on the other hand, are anxious to move on to new lessons and 'complete' the syllabus within a prescribed time – the common pattern in the pedagogic approach in our schools. The focus on completing the lessons in the syllabus, irrespective of whether students grasp the content, definitely

Figure 0.3 Students' Views on priority in lessons after reopening

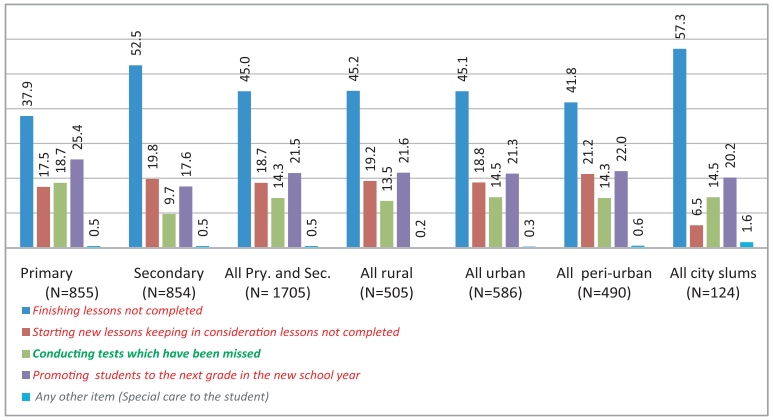

aggravates the problem of low-performing students, especially when a year has gone by without classroom instruction.

The learning recovery strategy has to have at least three elements – i) identifying essential competencies and knowledge that must be prioritized, e.g., Bangla and Math at the primary level and Bangla, English, Math and Science at the secondary level, rather than trying to teach the entire gamut of the school syllabus; ii) identifying pre-requisites for later lessons which should be taught first before moving on to new lessons; and iii) planning to stretch

Figure 0.4 Teachers' views on priorities in conducting school after reopening

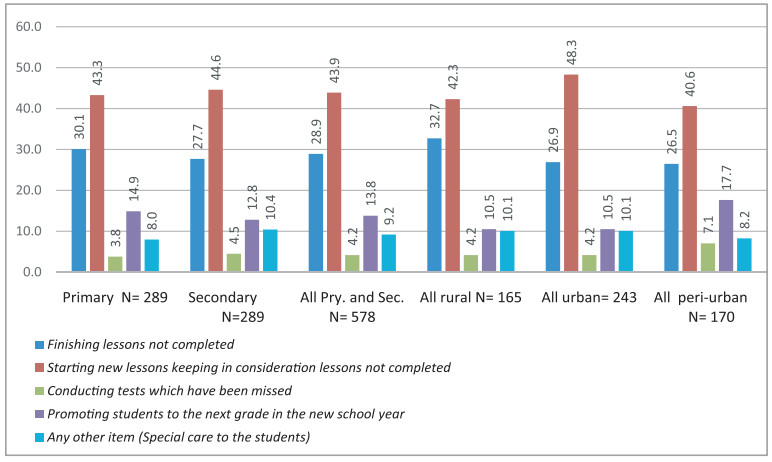

out the recovery plan for at least two academic years to compensate for the loss of almost a full year of lessons. The National Curriculum and Textbook Board (NCTB), tasked with 'syllabus shortening' for the learning recovery strategy needs, to keep these elements in view. The implication for recovery strategy is that the core competencies should receive maximum attention, rather than attempting to select content from all the subjects taught in the regular syllabus. The core competencies in literacy and numeracy, at the primary level, and additionally English and Science at the Secondary level will better prepare students for continuing their effort to compensate for their loss. Everything unfinished cannot be and not necessary to be repeated.

3.5 Stress and burdens on families to support children's education

The survey's attempt to elicit information on stress and burden on families to support their children's education provides a mixed picture – there is some incidence of direct additional financial and other burdens during school closure, but a potential deeper burden on poorer families, as school re-opens, because of the change in the poverty and income status of families that undermines their ability to meet basic family needs.

During the past year, the direct additional cost for maintaining connectivity (internet/WIFI) did not appear to be seriously burden to some families. Just over a quarter (26%) said they spent between Tk. 200 to 400 extra and another quarter (24%) spent over Tk. 400 extra per month; over a quarter (27%) did not incur any extra cost. Another 20% mentioned extra expenses, besides connectivity costs, that they had to bear.

If extra costs for connectivity and devices for students are not a major issue for families, this may mean that parents did not see significant educational value in spending extra for connectivity and devices. In the case of the poorer families, it may mean that they simply did not have the means to spend more.

Table 0.2 Student family status in meeting basic needs 2019 and 2020

Household level and location	% Meet basic needs		% Most time in deficit		% Occasionally in deficit	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Primary students N= 291	71.8	28.8	11.0	46.7	17.2	24.4
Secondary student N= 286	74.5	30.0	9.8	35.7	15.7	34.3
Rural Students N= 178	69.1	24.7	12.9	43.3	18.0	32.0
Urban Students N= 172	75.6	36.0	7.6	34.3	16.9	29.5
Peri-urban N= 160	72.5	32.5	10.6	39.4	16.9	28.2
City slums students N= 66	78.8	16.6	10.6	59.1	10.6	24.2
Total households N= 576	73.0	29.5	10.4	41.2	16.6	29.3

Most significant was the change in status of families in meeting their basic needs between the years 2019 and 2020. About 10% of the households, due to the widespread loss of jobs and income, faced deficits most of the time in 2019 in meeting their basic family needs, but the proportion increased more than four times in 2020. In the case of teachers, their families not meeting basic needs also increased four-fold from 2.1% to 8.5% (Tables 0.2 and 0.3). These data confirm other surveys and studies of adverse economic and wellbeing impact of the pandemic.

The consequences of the income and basic needs status of 40% of families placing them in risk of not meeting basic needs of the family can have various negative effects on their children's education, as highlighted in the literature on the potential impact of the pandemic. Dropping out of school, more children joining child labour including hazardous work, increase in early marriage of girls are the likely consequences. Children's concentration in learning and their school performance will also be affected adversely. These situations have to be observed and monitored. The necessary support and remedial measures have to be considered as school reopens and the learning recovery plan is carried out.

3.6 Stakeholder reflection on lessons

Reflecting on lessons for the future from the Covid-19 experience, students mentioned three points most frequently — the value of observing health and safety measures including hand washing, hand sanitizing, and maintaining social distance; the opportunity to engage in and improve practical skills, such as, cooking, handicrafts, farming, etc., and the possibility of engaging in or learning hobbies and sports. Three quarters of teachers emphasized, in the short-term, the urgency of health and safety measures. As longer-term steps, besides health and safety measures, they want priority to be given to i) free internet and technology support ensuring ICT facility and teacher training on ICT and ii) improvement in health sector services so that these functions better for all including students and teachers.

Table 0.3 Teachers' families meeting basic needs 2019 & 2020

Teachers by level and location	% Meeting basic needs		% Most of the time in deficit		% Occasionally in deficit	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Primary teachers N= 289	93.1	72.6	2.1	6.6	4.8	20.8
Secondary Teachers N= 289	92.7	62.6	2.1	10.4	5.2	27.0
Rural teachers N= 165	89.7	66.7	3.0	10.9	7.3	22.4
Urban Teachers N= 243	93.3	64.7	2.1	9.7	4.6	25.6
Peri-urban Teachers N= 170	95.3	74.1	1.2	4.7	3.5	21.2
Total Teachers N= 578	92.9	67.6	2.1	8.5	5.0	23.9

On improving education quality, pedagogy, and inclusive education, teachers' response in order of frequency were**:** using technology in education and ensuring online classes for all; improvement of teaching learning, teacher training, and recruiting more subject-specific teachers; ensuring equal opportunity and reducing drop-out; and ensuring education coverage for marginalized children. The district level education officials, in the medium and longer term, emphasized preparation for awareness raising, among other things. Upazila officials emphasized ensuring vaccine access and teachers and education authority working jointly to solve problems. NGO representatives suggested classroom and school management steps in a pandemic-type emergency, similar to ones proposed by teachers and officials. NGOs also suggested they could help the government implement its plans by *helping encourage students to return to and attend school*, and *helping promote health and safety tools in schools and their effective use.* They also thought that government could work with NGOs in -- *targeting stipends and assistance to the neediest with NGO involvement.*

The stakeholders' reflections on lessons regarding early and longer-term lessons for action from the pandemic experience appear to be influenced by the immediate and urgent issues arising from an unprecedented crisis faced and the urgency of dealing with it. Hence the emphasis expressed is on health and safety measures to keep schools functioning, more effective distance mode learning assuming that the need for it is likely to continue, and keeping children engaged in learning. They have not focused particularly on the more fundamental weaknesses in the school system in the areas of improving student learning outcomes, mitigating inequalities of different kinds, and making the education system more inclusive leaving no one behind.

4. Recommendations

The recommendations are derived from the findings and conclusions of the study. These are also informed by the key

messages from the extensive and relevant discourse, reviews, studies and reports at national and global level. The ten point recommendations concern four themes – safe reopening, learning recovery including use of distance education and enhancing teacher performance, means and mode of implementing re opening and recovery and taking a longer term perspective. The four components of the recommendations can be summed up as an overall strategic priority:

The risks of foregoing in-person learning vesrus resuming such learning have to be weighed in each context; the evidence from science and stakeholders' sentiments is strongly in favor of restarting schools; but the strategy must embrace safety and health measures, step-by-step approach with test-runs, genuine stakeholder involvement, and flexible learning recovery to recoup current loss and building resilience for the future. The options need not be binary – total nationwide closure or nationwide re-opening on a specific date (Table 0.4).

The ten point action plan is summarised in this overview. Each point is elaborated by identifying specific sub points in Chapter 5 in the main report.

4.1 Re opening schools

With government decision to re-open schools after 23 May, the interval should be used for test-run of safe and effective re-opening on a small scale, with endorsement of the National Technical Advisory Body on Covid-19, learning lessons about balancing risks and gains of both keeping schools closed and opening them. The options are not either total nationwide closure or total nationwide re-pening at the same time.

4.2 Ensuring safety and health of students and teachers

Schools should be re-opened in phases ensuring health and safety of students and teachers, their social and emotional wellbeing, and safe sanitation and hygiene condition in schools.

Table 0.4 A ten-point action plan

Overall strategy: *The risks of foregoing in-person learning versus restarting such learning have to be weighed in each context; the evidence from science and stakeholders' sentiments is strongly in favor of restarting schools; but the strategy to restart must embrace safety and health measures, step-by-step approach with test-runs, genuine stakeholder involvement; and flexible learning recovery to recoup current loss and building resilience for the future. Options need not be binary -- total nationwide closure or nationwide re-opening on a specific date.*			
A. Safe Re-opening	***B. Learning Recovery***	***C. Effective Implementation***	***D. Medium/longer view***
1. Phased Reopening - Geographical – non-metro, low-incidence areas first, followed by metropolitan areas; - Grade-wise – higher grades first, - Time-wise – attendance Intensity increased gradually, and - Trial reopening before going national. **2. Ensuring health and safety** - Safety measures planned for conditions in each school and classroom, and - Social distancing in school and classroom, and - Testing, tracing, treatment, isolation and continuous assessing of situation locally.	**3. A two-year recovery programme** - Abridged syllabus focusing on core competencies; - Less exams, more learning, and - Cutting vacations - Teachers' assistants recruited. **4. Blended distance learning** - Prepare teachers, and - Increase connectivity. **5. Supporting teachers** - Subject/grade-wise guidelines - Workshops for teachers /online support, and - Incentives for teachers.	**6. Flexible guidelines** - Adapted locally/in school; - Upazila and school working teams - Funding support, and - Fast-track decisions. **7. Community involved** - Use networks (CAMPE, Health Watch, BEN) - Social mobilization campaign - Community watch groups **8. Financing plan** - Central budget support to upazila/institutions **9. Participatory monitoring** - Assessment of response implementation leading to course correction.	**110. Considering longer term lessons for the school system** - Short-term two-year programme made part of five-year medium term and longer-term education 2030 and Vision 2041 agenda, and - Consider pre-existing system problems aggravated by pandemic which demand reforms and making learners and schools more resilient.

4.3 Preparing a two-year recovery plan for learning loss within a longer-term perspective

To recover over a year of learning loss, at least a two-year plan for academic years 2021 and 2022 should be prepared to compensate for the loss and bring learners back on track – with elements covering content, time use, pedagogy, learning assessment and teacher support.

4.4 Using distance learning with a blended approach

The learning recovery strategy should make use of distance education modes to the extent possible with a blended approach and with necessary measures to make it work. Exploiting distance learning potentials should be an essential part of the planning for learning recovery.

4.5 Supporting teachers

*Teachers have to be supported, oriented, trained and provided incentives to enable them to play their critical role in making the re-opening and recovery plan succeed. All school teachers and staff should receive free vaccine*as *as priority.*

4.6 Managing implementation of reopening and recovery

The implementation of the reopening and recovery plan has to be managed effectively and efficiently with accountability to achieve the desired results. Locally adaptable guidelines, upazila and school-based working groups, funding support and fast-track decision-making should be built into implementaion plan.

4.7 Involving community/NGOs to support education restart/ recovery program

Effective participation of civil society and community, mediated and supported by active education NGOs, should be a part of the strategy for the re-opening/recovery program, encouraged and facilitated by the responsible government authorities.

4.8 Financing the re-opening and recovery activities

Additional adequate financial support has to be provided to institutions from public budget for the next two years to meet the costs of implementing the reopening and recovery program. Redirecting funds from the education budget to recovery plan is justified since the pandemic has slowed regular budget spending.

4.9 Monitoring, reporting and adapting to emerging situations

Appropriate monitoring, reporting and assessment of the complex restart and recovery program that is participatory and leads to necessary course correction should be built into the program design.

4.10 Considering longer term lessons for the school system

The short-term two-year program should be linked to and seen as part of the five-year medium term and longer-term education 2030 and Vision 2041 agenda. The education response to the pandemic has to be based on short, medium- and longer-term perspectives so that the recovery program is consistent with and supportive of the five and ten-year objectives and the vison for a developed country.

Two final points can be made about the ten-point recommendations presented here. First, they are interconnected and should be seen as a package to be used as the guide to education response to the pandemic and education development beyond the short- term actions. Secondly, the recommendations imply responsibilities at national, local and institutional levels and for different stakeholders – government at different levels, teachers and other professionals, students, civil society and NGOs, and academics and researchers. These will vary somewhat for the two major stages of school education under consideration and have to be spelled out in applying the recommendations in action plans.

Contributors

A. H. M. Noman[3]
A. N. Rasheda[1]
Abdur Rafique[2]
Bazle Mustafa Razee[3]
Br. Leo James Pereira CSC[2]
Chowdhury Mufad Ahmed[2,3]
Dr. Ahmed –Al-Kabir[1]
Dr. A. M. R. Chowdhury[1,3,5]
Dr. Abbas Bhuiyan[1]
Dr. Abu Hamid Latif[1]
Dr. Ahmadullah Mia[2]
Dr. Anwara Begum[2,3]
Dr. Fahmida Khatun[1]
Dr. K A S Murshid[1]
Dr. Kazi Saleh Ahmed[1]
Dr. M Ehsanur Rahman[2,3]
Dr. M. Anwarul Huque[1]
Dr. M. Asaduzzaman[1]
Dr. M. Shamsul Hoque[2]
Dr. Mahmudul Alam[2]
Dr. Manzoor Ahmed[1,3,4]
Dr. Md. Fazlul Karim Chowdhury[1]
Dr. Md. Golum Mostafa[2]
Dr. Mohammed Farashuddin[1]
Dr. Md. Mostafizur Rahaman[2, 3]
Dr. Muhammad Ibrahim[1]
Dr. Mohammad Mainul Islam[1]
Dr. Muhammad Musa[1]
Dr. Mustafa K. Mujeri[1]
Dr. Nitai Chandra Sutradhar[1]

Dr. Qazi Kholiquzzaman Ahmad[1]
Dr. Safiqul Islam[2,3]
Dr. Siddiqur Rahman[2]
Erum Mariam[2]
Dr. Syed Sadd Andaleeb[1]
Dr. Zaheda Ahmad[1]
Dr. Zia-Us-Sabur[2]
Ghiasuddin Ahmed[2,4]
Goutam Roy[2]
Hari Pada Das[2]
Iqbal Hossain[2,3]
Jasim Uddin Ahmed[2]
Jasim Uddin Kabir[1]
Jiban Kumar Chowdhury[2]
Jowshan Ara Rahman[1]
Jyoti F. Gomes[1]
K. M. Enamul Hoque[2,3]
Kazi Fazlur Rahman[1]
Kazi Rafiqul Alam[1]
Kazi Raihan Zamil[2]
Khondoker Shakhawat Ali[2]
Mahbub Elahi Chowdhury PhD[1]
Mahmuda Akhter[2]
Md. Abdul Hamid[1]
Md. Ahsan Habib[2]
Md. Amir Hossain[1]
Md. Alamgir Hossen[2]
Md. Fashiullah[2]
Md. Humayun Kabir[1]
Md. Mofazzal Hossain[2]
Md. Murshid Aktar[2]
Md. Quamruzzaman[2]
Mohammad Mohsin[2,3]
Mohammad MuntasimTanvir[2]
Mohammad Niaz Asadullah[1]

Mohammad Tanvirul Islam[3]
Musharraf Hossain Tansen[2]
Nadia Rashid[3]
Nurul Islam Khan[1]
Onno Van Manen[2]
Prof. Hannana Begum[2]
Principal Quazi Faruque Ahmed[1]
Philip Biswas[3]
Prof. Abdul Bayes[1]
Prof. Dr. A.K. M. Nurun Nabi[1]
Prof. Dr. Barkat-e-Khuda[1]
Prof. Dr. Shikder Monwar Morshed[1]
Prof. Dr. Syed Shahadat Hossain[1,3,4]
Prof. Hannana Begum[2]
Prof. M. NazmulHaq[2]
Prof. Mahfuza Khanam[1]
Prof. Md. Riazul Islam[2]
Prof. Md. Shafiul Alam[2]
Prof. Muhammad Ali[2]
Prof. Mustafizur Rahman[1]
Prof. Rehman Sobhan[1]
Prof. S. M. Nurul Alam[1,3]
Prof. Shafi Ahmed[1]
Reshada K. Choudhury[1,3,5]
Roushan Jahan[1]
Ruhul Amin[2]
S A Hasan Al Farooque[2]
Samir RanjanNath[2]
Shamse Ara Hasan[1]
Shaymol Kanti Gosh[1]
Shereen Akhter[2]
Subrata S. Dhar[1]
SyedaTahmina Akhter[2]
Tahsinah Ahmed[2]

Taleya Rehman[1]
Tapon Kumar Das[3]
Tomoo Hozumi[1]
Wieke Waterschoot[3]
Zaki Hasan[1]

---

1. Advisory Board Member
2. Working Group Member
3. Technical Team Member
4. Study Team Member
5. Review Team Member